# গীতি-কদম্ব

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উপহার

# উৎসর্গ

## পিতৃ-উদ্দেশে

*
* *

আমার যা কিছু সবি তব দান,
তোমা হ'তে আমি—আমি হে !
দেহ, মন, প্রাণ সব নিয়ে তুমি
আমি হ'য়ে এলে নামি হে !

খুঁজিয়া না পাই, কিবা প্রতিদান,
তব করুণার কত পরিমাণ,
এ যে গো সিন্ধু, বিন্দু বিন্দু
মাপি আমি দিন-যামী হে !

তুমি ব'লে দে'ছ, তোমারে তুষিতে,
তোমার যা কিছু, তাই হয় দিতে,
তাই এই সাজি সাজায়েছি আজি,
আমি পরসাদ-কামী হে !

*ঝিঁঝিট—একতালা*

প্রণত
যতীন্দ্রনাথ

# কৈফিয়ৎ

কান্ত-কবি রজনীকান্ত, সুর-মন্দ্রের উদ্গাতা দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরের ঋষি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অভিনব সুরশিল্পী অতুলপ্রসাদ ও তরুণ দলের সুরের যাদুকর কাজী নজ্‌রুল প্রভৃতির মজ্‌লিশে, আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ হয় ত ধৃষ্টতা,—কিন্তু তার জন্য দায়ী কতকটা আমার কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁরা যদি আস্কারা দিয়ে, আমাকে এ আসরে না নামাতেন, তা হ'লে, কোনো দিন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ত না। সুতরাং, সমজদার পাঠক ও সুরজ্ঞ সুধিবৃন্দ আমাকে 'নীল কমলের' অবস্থায় দেখে অবশ্যই মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। আর যদি এ থেকে তাঁরা কিছু সুন্দরের সন্ধান পান, তবে তার জন্য কৃতিত্বটুকু তাঁরাই বণ্টন ক'রে নেবেন, আর অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে ত দেবেন—আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুদের,—আমাকে নয়। কেন না, অখ্যাতির অংশীদার যখন তাঁরা, তখন সুখ্যাতি হ'তে বঞ্চিত হবেন কেন? এ ত্যাগ-স্বীকার আমাকে ক'র্ত্তেই হবে।

বাজারে যখন বাজ্‌রা নামাতে হ'ল, তখন পণ্যের পরিচয় একটু দিয়েই রাখি। প্রথমতঃ, আমার এ 'নূতন ও পুরাতন পুস্তকের দোকান,' যেমন হ্যারিসন রোডের মোড়ে আছে, একটু খুঁজ্‌লে দেখ্‌তে পাবেন। কবি ব'লে গেছেন,—"নতুন কিছু করো।" তার মানে এমন নয় যে, পুরাতন কিছু ক'র্‌বে না। পুরাতন ক'র্ত্তে হবে, আর তার ওপর নূতন কিছু ক'র্ত্তে হবে। আরও কথা, নূতনকে গ'ড়্‌তে হ'লে, পুরাতনের সহিত যোগ-সূত্র রাখ্‌তেই হয়, নচেৎ নূতন আজ্‌গুবি হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া,

নূতন যা কিছু নহে ত নূতন,<br>
পুরানেরি অবদান!

পুরাতন আসে নূতন হইয়া,
অতীতের স্মৃতি-পশরা বহিয়া,
গত যাহা তার প্রগতি লইয়া
নূতনের অভিযান !

অধিকন্তু,—পুরাতন কভু হয় না পুরানো,
অফুরান সে যে যায় না ফুরানো !
পুরানেরে শুধু ঘুরানো-ফিরানো—
নূতনেরে রূপ-দান !

ফলতঃ, নব যুগের অবতারণায়, নব বসন্তের হাওয়ায় সমস্ত জীবনই যে পল্লবিত ও মঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌বে, সকল প্রাণেই যে মলয়-হিল্লোল বইতে থাক্‌বে,—তার মানে কিছু নেই। কেন না, সহসা সবাই নবীন হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না ; প্রবীণ যে, সে হয় প্রবীণই থাকে, না হয়, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশে। সুতরাং, পুরাতনকে নাকচ ক'রে শুধু নূতনের কারবার আমার সাধ্যে কুলোয়নি, মনে লাগেও না।

দ্বিতীয়তঃ, আমি আমার গানগুলিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তার একান্ন-বর্ত্তিতা রক্ষা ক'রেছি। বর্ণ-বিভাগ ক'র্‌লে বর্ণ-বৈষম্য আসে। কাজেই, এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের দিনে, জাতি-বিচারের ছুঁৎমার্গ পরিহার করাটাই আমি সমীচীন মনে ক'রেছি। তাতে হবে এইটুকু, সবগুলি মুখ-রোচক না হ'লেও, পাঠকের পরখ ক'রে নিতে হবে,—আমার শ্রম ষোল আনা ব্যর্থ যাবে না।

তৃতীয়তঃ, গান ব'ল্‌তে কবিতা নয়, সব কবিতাকে ঠিক গান ক'রে গাওয়া যায় না। এমন অনেক গান আছে, যাতে কবিতার ভাব-সম্পদ নেই ব'ল্‌লেই হয়, অথচ সুরের সমাবেশে এমন একটা রূপ পেয়েছে, যা কবিতার ছন্দোবদ্ধ বাগ্‌বিন্যাসকে পরাস্ত করে। এমন অনেক গান পাওয়া যাবে, যা শুধু শব্দ-সমষ্টি ; কেউ কেউ এমন কট-মট কিম্ভূত-কিমাকার যে, শুধু শুন্‌লে বিরক্তি আসে, হাসিও পায়। কারো কারো

আবার কোনো মানেই নেই,—আবোল-তাবোল কি একটা! কিন্তু যখন তাতে সুরের রং চড়ানো হয়, যখন তা তান লয়ে মুখর ও নৃত্য-চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তখন এত শোভন, সুন্দর, মধুর ও মোহন ব'লে বোধ হয় যে, এর বাণী এই-ই, অন্য কিছু হ'তে পারে না! কাজেই, কবিতার মাপকাঠীতে সঙ্গীতের পরিমাপ করা, আর সঙ্গীতকে অপমান করা একই কথা। আমার বক্তব্য এইটুকু, আমার গানগুলির মধ্যে এমন গান অনেক আছে, কবিতা হয়ত তার পাশ কাটিয়ে অতি সন্তর্পণে চ'লে গেছে, অথচ সুর-সংযোগ ক'র্‌লে সেগুলি নিতান্ত মন্দ শোনাবে না, অন্ততঃ, আমার কানে লাগে নি। তবে বর্ত্তমান যুগে যখন স্বর-সঙ্গীত ও সুর-সঙ্গীত দু'রকমই চ'ল্‌ছে, তখন সে ভাবের সন্নিবেশ ক'র্ত্তেও আমি ইতস্ততঃ করিনি। উদ্দেশ্য এইটুকু, যিনি গীতি-কবিতা চান, তাঁকে আমি হতাশ ক'র্‌ব না। কেবল কাব্য-রসিক বা সঙ্গীত-রসিককে একটু কষ্ট-স্বীকার ক'রে ধৈর্য্য ধ'রে বেছে নিতে হবে।

চতুর্থতঃ, কবিতাতেও আমার যেমন হাত, সুর-লয়েও তেমনি,—কাজেই, পাণ্ডিত্য জাহির ক'র্ত্তে ব্যর্থ চেষ্টা আমি আমার জ্ঞানতঃ করিনি। সাধারণ তালে, সাধারণ সুরে যাতে গানগুলি গাওয়া যেতে পারে, তার জন্য আমি আমার যা সাধ্য তা ক'রেছি। এতে এইটুকু সুবিধা, একটু আয়াস-স্বীকার ক'র্‌লে, অনেকে গানগুলি আয়ত্তে আন্‌তে পার্‌বেন। তা ছাড়া, যদি কেউ আমার দেওয়া সুর অপেক্ষা মিষ্টতর সুর সংযোগ ক'রে, যোগ্যতর তালের সাহায্যে, আমার গান-গুলিকে গাইতে চান্‌, তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই; বরং, আগে হ'তে আমি তাঁকে অভিনন্দিত ক'রে রাখ্‌ছি।

পঞ্চমতঃ, বাজারের চাহিদা-মতে জিনিষের আমদানী ক'র্ত্তে হয়। আমি তার উত্তরে এই টুকু ব'লতে চাই, খুব না হোক্‌, আমার জিনিষের চাহিদা একটু আছে বৈ কি! এর মধ্যে এমন গান আছে,

যা অনেকের মুখে গীত হ'চ্ছে। তা তাঁরা আমাকে অনুগ্রহই করুন্ আর যাই করুন্। তা ছাড়া, বসিরহাট বাণী-সম্মিলনী ও পরে বাদুড়িয়া বাণী-সম্মিলনী শারদোৎসবের সমস্ত গানই এই দীন কবির কাছ থেকে কথা ও সুর পেয়েছিল। সহর থেকে সুদূর পল্লী-প্রান্ত পর্য্যন্ত এখনো সে সব গানের সাড়া পাওয়া যায়। সেগুলি প্রায় সবই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পল্লীবাণী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি কতিপয় মাসিক পত্রেও অনেকগুলি গান প্রকাশিত হ'য়ে সমাদর ও প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। এ সব থেকে এটুকু অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, এ সংগ্রহ অন্ততঃ মুষ্টিমেয় লোকের চিত্ত-প্রসাদ দিতে সমর্থ হ'য়েছে —হবেও।

এ প্রসঙ্গে কর্ত্তব্য-বোধে আমাকে স্বীকার ক'ত্তে হবে, আমার কর্ম্ম-জীবনের সতীর্থগণের ও বাদুড়িয়া বাণী-সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দের আগ্রহাতিশয্য এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমাকে কম উৎসাহিত করেনি। বিশেষতঃ, আমার অগ্রজ-কল্প বাবুদাদা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল মহাশয়ের একান্ত চেষ্টা ও আনুকূল্য আমার এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত ক'রেছে। তা ছাড়া, আমার পরম শুভার্থী কবিবর শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম এ. বি. এল., সোদরাধিক যশস্বী নাট্যকার শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী কবিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, উদীয়মান্ কবি শ্রীমান্ বিজয়মাধব মণ্ডল বি. এ., সাহিত্য-সরস্বতী, সাহিত্য-রসিক বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায় বি. এ., ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—ইটালী সৎসঙ্গের ও বেলগেছিয়া সুহৃদ্-সঙ্ঘের সুদক্ষ সম্পাদকদ্বয় গীতি-নির্ব্বাচন বিষয়ে এবং সঙ্গীত-কুশলী খুল্লতাত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল., শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা মহাশয়, সুকণ্ঠ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শীল মহাশয় সুর-সংযোজনে তাঁদের অমূল্য উপদেশ দিয়ে আমাকে চির-কৃতজ্ঞ ক'রেছেন। পরিশেষে, আমার

পরম-প্রীতি-ভাজন, সার্থক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার পরিকল্পিত প্রচ্ছদ-পটে তাঁর অমর তুলিকা-সম্পাত ক'রে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সঙ্গে আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ ক'রেছেন।

ঝুলন-পূর্ণিমা, ১৩৩৯
বাজিতপুর, বসিরহাট,
২৪ পরগণা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

# সূচী

| গান | | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ৫৭। | এস, রসময় হরি ... ... | ৭৪ |
| ৫৮। | ত্বং হি মাতর্ভৈরবী ভীমা ... ... | ৭৫ |
| ৫৯। | বড় ব্যথা বাজে হৃদয়ের মাঝে ... | ৭৬ |
| ৬০। | মনে রেখো, মোদের জননী পল্লী ... | ৭৭ |
| ৬১। | সংসার-মরু-মাঝে ... ... | ৭৮ |
| ৬২। | ওই, ওই বুঝি এল মোর হরি ... | ৮০ |
| ৬৩। | দীন-দুরিত দলনি ... ... | ৮১ |
| ৬৪। | তুমি, আমার পরাণ-পাখী ... ... | ৮২ |
| ৬৫। | আমি তব পাশে, ল'য়ে ফুল-হাসি ... | ৮৪ |
| ৬৬। | অমন করিয়া, মরমে মরিয়া ... ... | ৮৫ |
| ৬৭। | এস না রজনি, ল'য়ে তারা-দলে ... | ৮৬ |
| ৬৮। | হরি ! এই কি গতি সংসারে ... | ৮৭ |
| ৬৯। | কুঞ্জ-কানন-মাঝে রাখাল-রাজ-রাজে ... | ৮৮ |
| ৭০। | যদি গো বেদনা পাও ... ... | ৮৯ |
| ৭১। | সন্ধ্যা হেরি অন্ধ হ'য়ে ... ... | ৯০ |
| ৭২। | অসার সংসার বুঝিয়াছি সার ... | ৯১ |
| ৭৩। | আজি, বিজন-বন-কুঞ্জ-মাঝে ... | ৯২ |
| ৭৪। | নেচে নেচে শ্যামা আয় ... ... | ৯৪ |
| ৭৫। | বম্ হর হর, সর্ব্বরূপ ধর ... ... | ৯৬ |
| ৭৬। | ওই চাঁদের মতন পলক হারায়ে ... | ৯৭ |
| ৭৭। | পশরা মাথায় নিয়ে কেন হায় ... | ৯৮ |
| ৭৮। | ওই, মোহন মুরলী বাজে ... ... | ৯৯ |
| ৭৯। | দুখহরা নাম ধ'রে মা ... ... | ১০০ |
| ৮০। | ব'লো তারে সখি, আসিতে হবে না ... | ১০১ |
| ৮১। | আমায় কেন কর আনমনা ... ... | ১০২ |
| ৮২। | পুনঃ, এসেছি তোমার পাশে ... | ১০৪ |
| ৮৩। | মা হ'য়ে মা, ছেলের করে ... ... | ১০৬ |
| ৮৪। | আমি, ভুলিতে পেরেছি তারে ... | ১০৭ |
| ৮৫। | সুন্দর মধু-ঋতু আওয়ল রঙ্গে ... | ১০৮ |
| ৮৬। | কাঁদিতে ব'লেছ তাই ... ... | ১১০ |
| ৮৭। | আজি, বাণী-মন্দিরে বন্দীর বেশে ... | ১১১ |

গান পত্রাঙ্ক

# গীতি-কদম্ব

* *

এস হে চির-সুন্দর, চির-মধুর, চির-মনোহর,
ভকত-চিত্ত-চকোর-চাঁদ রুচির চির-ভাস্বর !
এস হে এস সুচির-নূতন,
চির-পুরাতন, সুচিরন্তন,
সুচির-লক্ষ্য, চির-অলক্ষ্য,
অন্তরে চির-অন্তর !
বিশ্ব-মুখর সুচির গীতি,
বিশ্ব-পূরিত সুচির প্রীতি,
এস হে ত্বরিত বিশ্ব-ক্ষরিত
অরূপ রূপ-নির্ঝর ;-
বিশ্ব-ভূষিত বিপুল বিভূতি,
বিতর শকতি,—পূত অনুভূতি,
এ শুভ করমে সকল মরমে
দাও হে সুচির নির্ভর।

*সুরট-মল্লার—একতালা*

*
* *

তুমি নাকি নিত্য-সখা,
সদাই থাক সবার পাশে,
তুমিই কাঁদ, তুমিই হাস,
তাইতে জগৎ কাঁদে হাসে

তুমিই থেকে সবার মাঝে,
ব্যস্ত থাক সকল কাজে,
আমরা ভাবি, আমরা করি,
বদ্ধ হ'য়ে মোহের ফাঁসে !

তাই যদি গো তবে কেন
আবার তোমায় ডাক্‌তে হবে !
আস্‌বে ব'লে তোমার তরে
আসন পেতে রাখ্‌তে হবে !

ঘুমাই মোরা শিশুর ঘুমে,
জাগাও তুমি অধর চুমে,
তাই তোমারে শিশুর মত
ডাক্‌তে হবে আধ-ভাষে !

এস তবে কোথায় আছ,
ওগো আমার পরম-আপন,
পরশ দিয়ে আঁখির পাতায়,
দাও গো ভেঙে মোহের স্বপন ;—

সবার মুখে তোমার হাসি
উঠুক্‌ আজি সমুদ্ভাসি,
সবার মাঝে তোমায় পেয়ে
সফল করি সকল আশে ।

*তোড়ী-ভৈরবী—যৎ*

*
* *

এস হে চির-বন্দিত,
চিত নন্দিত কর হে,
নিবিড়-মেঘ-মন্দ্রিত
নভ চন্দ্রিত কর হে !

দীর্ঘ-মরুভূ-মরীচি-ক্লান্ত,
মরীচিকা-মাঝে নিত্য ভ্রান্ত,
কান্ত পান্থ-তরু-ছায়ে
সুখ-তন্দ্রিত কর হে !

কর্ম্ম-মুখর মর্ম্ম-মাঝারে
নর্ম্ম-পরশ দানে,
দগ্ধ-হৃদয় মুগ্ধ কর গো,
স্নিগ্ধ হরষ-পানে ;-

ব্যর্থতা-ব্যথা বিদূরি তূর্ণ
পুণ্যোদ্যমে কর গো পূর্ণ,
মন্দির তব পদারবিন্দে
গন্ধিত কর হে !

*খাম্বাজ—একতালা*

*
* *

এস হে এস মধুরতম,
বঁধুর বেশে—এস হে,
সুদূর হ'তে বিধুর চিতে
মধুর হেসে—এস হে !

সাজানো ডালা অর্ঘ্য আনি,
ধৌত পূত অশ্রু দানি,
বিছানো সদা আসনখানি
বসিবে এসে—এস হে !

পরশে তব মরম-পুরে,
হরষ-কথা ভরিবে সুরে,
বিরহ-ব্যথা পালাবে দূরে
মিলনে ভেসে—এস হে ;-

সঁপিব সব গরব ভুলে,
শরণ লব চরণ-মূলে,
লইও তুলে হৃদয়-কূলে
সেবন-শেষে—এস হে !

*সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল*

*
* *

এস, সুন্দর, চির-সুন্দর বেশে
ভগন-কুঞ্জ-ভবনে,—
তুমি, করি করাঘাত দ্বার খোলায়েছ,
এখন কেন আছ গোপনে !

বনমালী, তব বন ভাল লাগে,
আসিয়াছ বুঝি তাই বন-ভাগে !
কাতর পরাণে দীনজন মাগে,
এস এ কুটীর শোভনে।

নিধুবন নহে, এ বিধুর বন,
পাবে না গোপিনী-সেবা-বিনোদন,
জানি আমি শুধু রোদন-বেদন,
তাই দিব তব সেবনে ;—

আসিয়াছ যদি যেয়োনাক ফিরে,
ধোয়াইব পদ নয়নের নীরে,
চরণ-পরশ করি ধীরে শিরে
ধন্য করিব জীবনে।

*তোড়ী-ভৈরবী—একতালা।*

*
* *

বিশ্ব-জড়িত মাতার বিভূতি,
প্লাবিত করুণা-ধারা,
কেন গো জননী-হারা—
মোরা, কেন গো জননী-হারা !

আমাদের প্রতি কুঞ্জ-মাঝে,
পুঞ্জে প্রীতির প্রসূন সাজে,
নিত্য মাতার নূপুর বাজে,
করে যে পাগল-পারা !

চন্দ্র-সূর্য্য যুগল কিরণে,
মাতার বরণে রজতে হিরণে,
নখর-নিকরে রাতুল চরণে
রাজিত অযুত তারা ;—

আয় সবে আয়, ছুটে চ'লে আয়,
মা-ময় ধরায় কেন খোঁজ মায় !
শুধু ভালবাস সবারে সবায়,
কৈলাস হবে কারা।

*ইমন-কল্যাণ—একতালা*

*
* *

জাগরে জাগরে জাগ যুগ-যাত্রি,
পূরব গগনে পোহাইছে রাত্রি,
ওই উঠে সূর্য্য, বাজে ঘন তূর্য্য,
তমোময়ী নিদ্রা কর গো বিদূর।
পিককুল-কূজিত কুসুমিত কুঞ্জে,
আহরণ-তৎপর অলিকুল গুঞ্জে,
সমীর মন্দ
বিলাইছে গন্ধ,
দিগ্বধূ গাহে গীতি পরম-বঁধুর।
কুণ্ঠাবগুণ্ঠিতা লুণ্ঠিতা মাতা,
এই কি রে পুত্র—আটকোটী ভ্রাতা!
করি দ্বার বন্ধ
রহিবি রে অন্ধ,
ডাকে ওই জননী অশ্রু-বিধুর!
পরিহর শয্যা, কর কর সজ্জা,
দূর কর ফেরু-সম ভীরুতার লজ্জা,
অমৃতের পুত্র, ধরি যোগ-সূত্র,
কর ত্বরা অভিযান মিলন-মধুর।

*রামকেলি—ঠুংরি*

*
* *

বাণী-তনয়গণ গাহে,
অবহিত কর চিত তাহে।
সাম-গীতি-নির্ঝর-ঝঙ্কৃত বীণা-তানে
নির্ব্বাণ কর চিত-দাহে।

মুছে ফেল মরমের করমের অবসাদ,
ঘুচে যাক্ দ্বিধা-দ্বেষ আবিলতা-পরমাদ,
সমাদরে মুখে তুলি লহ প্রেম-পরসাদ
যাহা তারা বিতরিতে চাহে।

এ মরতে তারা যে গো অমৃতের যাত্রী,
নিরবধি গাহি যায় কিবা দিবা রাত্রি,
তাহাদেরি বাণী এই বিশ্ববিধাত্রী,
ভেবো না তুচ্ছ ভেবো না হে!

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁর লীলা-পরকাশ,
তাঁরে তারা জানাইল, সে ত নহে পরিহাস,
দিবানিশি গাহি তারা সেই লীলা-ইতিহাস
জীবন-তরণীখানি বাহে।

*খাম্বাজ—ঠুংরি*

*
* *

অয়ি, মানস-সর-সরোজিনি !
মম, জীবন-কুঞ্জে প্রসূন-পুঞ্জে
অলি-গুঞ্জন-রঞ্জিনি !

এস, শারদ-শ্যামল গগনে
পূর্ণ-ইন্দু হাসিয়া,
আমি, গাহি গান মধু-লগনে,
নেহারি নয়নে বসিয়া ;
তব সুধা-ধারা হ'য়ে মাতোয়ারা
পিয়াসে করিব পান,
চকোরের প্রায় পূত চাঁদিমায়
পুলকে পূরিব প্রাণ ;—

আমি তোমারি—আমি তোমারি
ওগো, ভেবোনাক তাহে আন ;—
এস, হৃদয়-কাননে ফুল্ল-আননে,
অপ্সরাগণ-গঞ্জিনি !

তুমি, দূরে যেয়ো না সরিয়া
পাষাণে পাষাণ বলিয়া,
হেরিও হৃদয় ভরিয়া
তটিনী যাইছে চলিয়া ;
মরুভূমি-মাঝে অভিনব সাজে
বিপিন-বীথিকা ভায়,
অকূল পাথারে লহরীর হারে
দ্বীপমালা শোভা পায় ;
তব মূরতি করি আরতি
ওগো, হৃদয়ে রাখিয়া তায় ;—
আমি, তোমারি পরশে ভাসিব হরষে,
মানস-তমসা-ভঞ্জিনি !

*ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—জলদ একতালা*

*
* *

পাগল-বাদল-মাদল-বাদ্য
স্তবধ হইল আজি গো,
ওগো, স্তবধ হইল আজি।
শরতের শুভ সুর-তরঙ্গ
মরতে উঠিল বাজি গো,
আজি, মরতে উঠিল বাজি।

গগনে গগনে মধুর লগনে
ধবল জলদ গরজে সঘনে,
রজত-জ্যোছনা-ধৌত ধরণী
শ্যামল বসনে সাজি গো,
শোভে, শ্যাম-বসনে সাজি ।

উছল কলোলে বহিছে তটিনী,
সাগর-পরশ-হরষা নটিনী,
হেলিয়া, ছুলিয়া, ঢলিয়া, চলিয়া,
উষরতা লয় হরি গো ;—

কুঞ্জে কুঞ্জে, সরসী-বক্ষে,
ফুটিল কুসুম লক্ষে লক্ষে,
শিশির-শীকরে প্রকৃতি-চক্ষে
পুলক-অশ্রু-রাজি গো,
রাজে, পুলক-অশ্রু-রাজি ।

*মেঘ-মল্লার—একতালা*

*
* *

কান পেতে শোন্
কি সুর বাজে অন্তরে
তুই কি শুধুই নীরব র'বি,
ঘা দিবি না যন্তরে !

ওরে অবোধ আপন-ভোলা,
তোর কি পরাণ দেয় না দোলা রে !
মরার মতন রইলি প'ড়ে
শ্মশান-মরুর প্রান্তরে !

নাই ত রে আজ বাধার আগল,
জগৎ যে রে সুরের পাগল,
সুর-সায়রে সন্তরে :—

তুই কি শুধুই রইবি পিছে,
ঘুমেই জনম ক'র্‌বি মিছে রে।
নয়ন মুদেই অন্ধ হ'বি
আত্মঘাতী ভ্রান্ত রে!

সরিয়ে দে না ঘুমের নেশা,
ওই সুরে তোর সুরটী মেশা,
পুলক পাবি অন্তরে ;—

আস্‌বে যেদিন সুখের মরণ,
সেদিন তারে করিস্ বরণ রে!
বিশ্ব যেদিন শিষ্য হবে
তোরই সুরের মন্তরে।

*পিলু-বারোয়াঁ—দাদ্‌রা*

* *

লোকে বলুক্, আর নাই বলুক্,
আমি তোমায় ভালবাসি গো,
লোকে জানুক্, আর নাই জানুক্,
আমি তোমায় ভালবাসি গো !

যদিও রাখি না নয়নে নয়নে,
রেখেছি হৃদয়-কুসুম-শয়নে,
শয়নে, স্বপনে, গোপনে-গোপনে
হেরি চাঁদ-মুখে হাসি গো !

ফুল দরশনে, পূত পরশনে
তোমার পরশ বাসি,
মলয় বাতাসে অমিয়-সুবাসে
তোমারি সুরভিরাশি ;—

বিটপি-শাখায় পাপিয়ায় গায়,
তব স্বর ভাবি মন মাতে তায়,
বিভোর হইয়া সেথা যেতে চায়
অনিল-সাগরে ভাসি গো !

আমি যে তোমার, তুমি যে আমার
নিরাশার মাঝে আশা,
হৃদয়-রতনে জানিয়া যতনে
হৃদয়ে দিয়েছি বাসা ;—

এই দুনিয়ার আবিল হাওয়ায়
তিল-মলিনতা যদি মিশে যায়,
তাই ত বাহিরে আনিনাক তায়,
তোমায়, হিয়ায় ভালবাসি গো !

*বেহাগ-খাম্বাজ—জলদ একতালা*

*
* *

বাণীর বীণার তারে তারে
সুর বেজেছে রে,—
আয় রে তোরা আয়—
আয়—আয়—আয় !

মায়ের সেবার মন্ত্রে যাদের
মন মজেছে রে,—
ঐ যে তারা গায়,—
আয়—আয়—আয় !

রাখ্‌রে দূরে দুখের ঝুলি,
নিবিয়ে দেরে চিন্তা-চুলী,
দিনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলি
ফেল্‌রে দ'লে পায়,—
আয় রে তোরা আয়,—
আয়—আয়—আয় !

গাইছে তারা আপন-হারা
ঘুম-ভাঙানোর গান,
কণ্ঠ-বীণার ঝঙ্কার তার
মিলন-মধুর তান ;—

মর্ম্মে সুরের মোহন পরশ,
কর্ম্মে জাগায় বিপুল হরষ,
অলস-বিরস পরাণ সরস
শীতল সুরের ছায়,—
আয় রে তোরা আয়,—
আয়—আয়—আয় !

*সিন্ধু—দ্রুত একতালা*

*
* *

অয়ি, মঙ্গল-মধুময়ী মাতা !
তোমার মহিমা গাই, বিভোর হইয়া যাই,
চরণে নোয়াই মম মাথা !

তোমায় বেড়িয়া উঠে তটিনীর কলতান,
কাননে কাননে গাহে বিহগ তোমার গান,
তোমার সুবাসরাশি কুসুম বিলায় হাসি,
নীহারে ভরিয়া রহে পাতা !

শস্য কিরীট ল'য়ে লুটায়ে পড়িছে পায়,
সমীর-পরশে কিবা আশিস্ করিছ তায়!
কনক-রজত আনি, তোমার চরণে দানি,
রবি-শশী গাহে তব গাথা!

কি আর বলিব মাগো, মাখিয়া তোমার ধূলি,
ভুলে যাই ব্যাকুলতা, ভুলে যাই ব্যথাগুলি,
প্রবাসে তোমার স্মৃতি, তোমার সোহাগ-প্রীতি
হৃদি 'ঋতায়তে মধুবাতা'!

কি আর চাহিব মাগো, তোমার পীযূষ-ধার,
জনমে জনমে যেন পান করি বারবার,
করমে কাতর হ'লে, চরমে ঘুমাব ব'লে,
তোমারি আঁচল রহে পাতা!

*খাম্বাজ—ঠুংরি*

*

* *

রক্ত-রাতুল চরণে অতুল
নূপুর মধুর বাজে,
ভবানী আজি বাণী-রূপিণী
বাণী-মন্দির-মাঝে !

সমবেত আজি শতেক প্রাণে,
তাঁরি পরশ হরষ আনে,
শতেক কণ্ঠে বণ্টনে তাঁরি
বীণা-ঝঙ্কার রাজে !

এস হে এস বিরহ-বিধুর,
হেরিতে মায়ের মূরতি মধুর,
বিরাজে জ্ঞান-গরিমারাণী
সাজি অশরীরী সাজে ;-

উদ্দেশে ল'য়ে আশিস-ধূলি
চলি যাও নিজ কাজে।

*সুরট-খাম্বাজ—একতালা*

*

* *

যেন, ছল ক'রে ভুলে থেকো না !
তব, করুণা-উজল চরণ-যুগলে
অকরুণ রেণু মেখো না !

মোরে, ক'রো না গো দিশাহারা,
আমি, শুনেছি ও-পদ-নখর-নিকরে
ক্ষরে কোটী ধ্রুবতারা ;—
তব, মহিমাঞ্চল উড়ায়ে,
দাও, মোহ-ঘন দূরে ছড়ায়ে,
অমন, আঁধারে আড়ালে এস এস ব'লে
হেসে হেসে ব'সে ডেকো না !

তব, ছলনা আছে জানা,—
যমুনা-জীবনে গোপ-ললনার
বসন হরিয়া হানা ;—
ওগো, আমারে তেমনি কর গো,
এই, বন্ধন-বাস হর গো,
শুধু, কূলে উঠিবার দাও গো শকতি,
ভুলে ভুলাইয়া রেখো না !

*খাম্বাজ—একতালা*

*

* *

একে, পঙ্কিল পথ পিচ্ছিল অতি,
শঙ্কিত চিত তাই হে,
তাহে, উচ্ছল নদী চঞ্চল গতি,
তারি তট বাহি যাই হে !

ক্রমে, সন্ধ্যা নামিছে অন্ধ-তামসে
নীলোজ্জ্বল গগনে,
পেচক-ঝিল্লী উল্লসি বসি
ঝঙ্কার করে সঘনে ;—

ক্রমে, পন্থা না হয় লক্ষ্য,
পদে, কণ্টক ফুটে লক্ষ,
তব, দীপ্তালোক ভিন্ন রক্ষা—
অন্য উপায় নাই হে !

একি, বিদ্যুৎ-দ্যুতি ঘন-ঘোর-ঘটা,
গর্জ্জন গুরু-গম্ভীরে,
মত্ত বাত্যা উত্থিত ওগো,
কেমনে যাইব মন্দিরে !

কোথা, বিপদ-বিপথ-মিত্র,
আজি, জাগিছে তোমার চিত্র,
মুক্ত কর এ ক্ষণিক-ভক্তে
পদ-বাসে দিয়ে ঠাঁই হে !

*তোড়ী-ভৈরবী—জলদ-একতালা*

*
* *

অতি অনুপম, প্রিয়তম মম,
পরাণের সাথী নয়ন-ধার,
মনোমলিনিমা পার মুছাইতে,
ঘুচাইতে দুখ-দুরিত-ভার।

পুলক-পরশে তুমি দেখা দাও,
নীল-পল্লবে নীহার বসাও,
নীরবে আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
ভাসাইয়া যাও কিনারা তার!

ঘোর-ঘন-ভরা হৃদয়-গগন
বারি-ধারা-পাতে বিমল হয়,
তাপিত এ চিত শীতল হইয়া,
তব আগমনে জ্যোছনাময় ;-

তোমা সম সখা যার ঘরে নাই,
ধরাতলে তার কেন আসা ভাই!
যখনি গো চাই, তব দেখা পাই,
করিয়াছি তাই হৃদয়-হার!

*পরজ—একতালা*

*
* *

এস মম নন্দন-মন্দার-কুঞ্জে,
সুরভিত শত ফুল অলিকুল-গুঞ্জে !

তব তরে এ শুভ সজ্জা,
এস সাজি ল'য়ে মধু-লজ্জা,
তব পূত পরশনে পূত চিত-আসন,
হরষণে শত সুখ ভুঞ্জে !

মলয় সমীর ভরে মন্দা,
নন্দিতা অলকানন্দা ;
মুখরিত পিক-গীত, চির-মধু-বিরাজিত,
পুলকে প্রকৃতি মম অন্ধা !—

এস সখি, এস অভিবন্দ্যে,
গাহি গীতি অভিনব ছন্দে,
মুখ-সুধা-চন্দনে দিব অভিনন্দন
বন্ধনে চুম্বন-পুঞ্জে !

*বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি*

*
* *

আজি, পুলকের লুটোপুটি গো,—
পুলকের লুটোপুটি !

কনক-আলোকে ঘুম-ভাঙা চোকে
আয়রে আয়রে ছুটি গো,-
আয় তোরা সবে ছুটি !

রাঙিয়া প্রেম-রঙ্গনে
আয় রে মায়ের অঙ্গনে,
হরষের পূত পরশে যাক্
শিথিলতা সব টুটি গো,—
শিথিলতা সব টুটি !

হেথা, নাহি রে দ্বৈধ-দ্বন্দ্ব,
হেথা, নাহি রে মোহের গন্ধ,
হেথা, হিংসা বন্ধ, পরমানন্দ
হেসে হেসে কুটি-কুটি গো !—

ওগো, দুঃখ যাইবে ঘুচিয়া,
দৈন্য যাইবে মুছিয়া,
নিত্য-প্রীতি-মুখর-গীতি
মঙ্গল লবে লুটি গো,—
মঙ্গল লবে লুটি !

*বারোয়াঁ—দ্রুত-একতালা*

*
* *

শ্বেতবরণী বাণী রাজে !
ধবল ক্ষীরোদ-জল,        ধবল লহরী-দল,
ধবল কমল-দল মাঝে !

দ্বিরদ-রদন-ফেণ উৎপল-কোলে দোলে,
আরক্ত-শ্বেত-পদ মুখর নূপুর বোলে,
ধবল মধুপগণ,        গুঞ্জন ঘন ঘন,
পরশনে মঞ্জীর বাজে !

শারদ-রজত-শত-স্মিত-শশি-সিতাকাশ,
বিখচিত-তারাকুল ঝলমল চারু-বাস,
উরস-শিখর'পরে মুকুতা-নিঝর ঝরে,
মাণিক-মেখলা জ্বলে মাঝে !

নিতম্ব-লম্বিত এলায়িত কুন্তল,
উজল বিজলী-ছটা মণিময় কুণ্ডল,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কোটী-বিধু-লাঞ্ছিত
মধুময় কম মুখ সাজে !

বিভোরা ভারতী,—করে ক্ষরে বর-বীণা তান,
নীরব অমর সব মন্ত্র-মুগধ প্রাণ,
গুঞ্জনে, মঞ্জীরে ঝঙ্কার মিলি ধীরে
ওঁঙ্কার ধ্বনিময়ী মা-যে !

*খাম্বাজ—ঠুংরি*

*
* *

অয়ি, শারদ-শুভময়ী প্রকৃতি !
নিরমল ঢলঢল, উজ্জ্বল ঝলমল,
উচ্ছল ছলছল আকৃতি !

মঞ্জু-নিকুঞ্জ-সুকুসুম-সুকোমলা,
নবনীত-কিশলয়-পল্লব-শ্যামলা,
শিশির-শীকর-শীত,
বরিষণ বিরহিত,
তিরপিত তিরোহিত বিকৃতি !

নীল গগন-তল ধবল জলদ-দল,
কনক-রজত-ধারা-মধুরা,
কূজন কল-গীতি, গুঞ্জন নিতি নিতি,
সুরভি-সমীর-সদা-মেদুরা ;—

রোগ-জরা-জর্জ্জর-শোক-তাপ-ক্লান্তা,
করুণা-মমতাময়ী মাতা অতি শান্তা,
প্রেম-অবিশ্রান্তা,
সুধাময়ী কান্তা,
মূর্ত্তিমতী সতী সুকৃতি !

*খাম্বাজ—ঠুংরী*

*
* *

চুমা দিয়ে ঘুম ভাঙালি যদি মা,
আর তারে ঘুম পাড়ায়ো না,
কোলে ক'রে শুধু 'আয় ঘুম' ব'লে
অবসাদ আর বাড়ায়ো না !

ঘুমে ঘুমে ঘুমে চোক্ গেছে জুড়ে,
আরাম ব'সেছে সারা বুক জুড়ে,
অসাড় হইয়া হাত গেছে মুড়ে,
আর মশা-মাছি তাড়ায়ো না !

ঘুম ভেঙে গেছে, ভেঙে যায় যাক্,
ক্ষুধা পেয়ে গেছে, পেয়ে থাক্ থাক্,
পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়াক্,
'আহা' ব'লে কাছে দাঁড়ায়ো না ;—

শুধু 'ওঠ্' ব'লে করে দে মা তালি,
প'ড়ে গেলে শুধু দে মা মিঠে গালি,
উঠে দাঁড়াইবে আজ নয় কালি,—
এ আশাটী তার ছাড়ায়ো না !

*শঙ্করা—একতালা*

*
* *

আসিবে বলিয়া, গেছে মা চলিয়া,
ছলিয়া সন্তানে বরষতরে,
ভুলিয়া আঁকিয়া গেছে মা রাখিয়া,
চরণ-রেখা যে গো মরম'পরে !

অন্তর-মাঝে জাগ্রত মূরতি,
দিবা-বিভাবরী করিব আরতি,
অশ্রু-গঙ্গাজল, ভকতি-কুসুম-দল
মন্ত্র—মা-মা মধুরস্বরে !

যাইতে দিয়েছি যেথা যেতে চায় সে,
বুঝিব ভুলে থেকে কত সুখ পায় সে,
সুধাইব ফিরে এলে,—'ছিলে ভাল ছেলে ফেলে,
গেলে যদি এলে কেন বরষ-পরে' !

*কেদারা—কাওয়ালি*

*
* *

প্রভাতে বাঁশরী বাজায়ো না।
সারা নিশি কাঁদি ঘুমায়েছে রাই,
এখন তাহারে জাগায়ো না!

এখনো কপোলে ঐ আঁখি-ধারা,
কনক-কমলে নীহারের পারা,
লুটায় ধূলায়, থাক্ নটরায়,
আর ভালবাসা জানায়ো না!

তব তরে মালা গেঁথেছিল কালা,
এখনো র'য়েছে বুকে ওই,
মুদিত নয়নে এখনো স্বপনে
ওই হের কাঁদে প্রেমময়ী ;—

ঘুমায়ে ডাকিছে,—'প্রাণের কানাই',
তোমা-হারা তার ঘুমে সুখ নাই!
ফিরে যাও হরি, রাধা রাধা করি
মিছে ডাকি আর জ্বালায়ো না!

*পরজ—একতালা*

*
* *

কি নামে তোমারে ডাকি গো !
কি ডাকে ডাকিলে তব সাড়া মিলে,
কি নাম তোমার রাখি গো !

শুনিয়াছি নাকি সবি তব নাম,
তবে ত তোমারে ডাকি অবিরাম !
খুঁজি সব ঠাঁই, দেখা ত না পাই,
কেমনে জুড়াব আঁখি গো !

লোকে ডাকে তারে যেবা থাকে দূরে,
যত দূর তত তর-তম সুরে ;
তুমি নাকি সারা অন্তরপুরে,—
ডাকি তোমা কোথা থাকি গো !—

ওগো মনোময়, সাড়া দাও দাও,
সারা নয়নের পাতে আজি চাও,
শিহরণ সারা পরাণে জাগাও,
পুলক-পরশ মাখি গো !

*মালকোষ—একতালা*

*
* *

সবারে জাগালে জগত-জননি,
তাহারে কি আর জাগাবে না !
কি ঘুম দিয়াছ সে পোড়া নয়নে
সে ঘুম কি ডাকি ভাঙাবে না !

সবার গগনে ওই এল ঊষা,
পরি মনোমত মরকত-ভূষা,
অন্ধ-তামসে অন্ধতম সে,—
পরশিয়া নিশি পোহাবে না !

বহুদিন ধ'রে জেগেছিল ব'লে
তাই কি দিয়েছ এ দীরঘ ঘুম !
তব বুকে খেলি বেদনা দিয়েছে,
তাই কি ক'রেছ নীরব নিঝুম !—

ছেলের খেলায় মা কি ব্যথা পায় !
তবে প্রকাশিছ একি করুণায় !
ডাকি স্নেহ-ভরে তুলি ধ'রে করে,—
আর কোলে তব বসাবে না !

*রামকেলি—একতালা*

*
* *

শরৎ এসেছে ধরা-মাঝে !
ঘন ঘন ঘন ভেরী বাজে !
আজি শুভ লগনে সুনীলিম গগনে
ধবল পতাকা-দল রাজে !
উজলিয়া চারিধার কনক-রজত-ধার
বিতরিছে রবি-শশী দু'জনে,
মাভৈঃ মাভৈঃ গীতি উত্থিত নিতি নিতি
গুঞ্জনে কল-তানে কূজনে ;—
আজি, পল্লবে ফুলে ফুলে, শ্যামল তটিনী-কূলে
পুলক পরশ সদা সাজে !

ঝির্ ঝির্ শির্ শির্ মর্ম্মরি তরু-শির,
আন্দোলি বল্লরী-পাতা,
সুরভি মাখিয়া গায় মেদুর সমীর গায়
আশ্বাস-নিশ্বাস-গাথা ;—
আজি, চাহিয়া নীলিমা পানে
অনিমিখ্ দু'নয়ানে
অশ্রু-শিশির-পূতা মা—যে,
হেরি, দুর্দ্দিন দূর-গত লাজে !

*পিলু-বারোয়াঁ—ঠুংরি*

*
* *

চোক্ মুদে দেখ্ ওরে অন্ধ,
আলোয় আলো আকাশখানা,
চোক্‌ই লাগায় যত ধন্ধ,
চোক্ চেয়ে তাই দেখ্‌তে মানা।

যা যায় দেখা চোকের 'পরে,
সব যে দ্বিধার দ্বন্দ্ব করে,
নয়ন মুদে চাইলে পরে
ঘুচে যায় সব তা-না-না-না।

জেগে যে তুই দেখিস্ স্বপন,
পর ভেবে হায় পরম-আপন,
এ জাগায় রয় সত্য গোপন,
আসল নকল যায় না জানা ;-

ছেড়ে দে ছার মিছার জাগা,
মোহের এ ঘোর আগে ভাগা,
ভাবের ঘুমে মনটা লাগা,
আলোর মাঝে ডুবে যা না !

*বাগেশ্রী—আড়াঠেকা*

*
* *

পল্লীমায়ের দুঃখ নাকি ঘুচ্‌বে না!
মা কি শুধু কেঁদেই যাবে,—
অশ্রু কি তাঁর মুছ্‌বে না!

শুন্‌তে ত পাই ঘরে ঘরে,
পল্লী তরে অশ্রু ঝরে,
কি লাভ শুধু কাঁদ্‌লে পরে,
এ কথা কেউ বুঝ্‌বে না!

'কি ছিল আর হায় কি হ'ল'
এই ভেবে যে দেশটা ম'ল !
যুক্তি যত মুখেই র'ল,
প্রাণ দিয়ে কেউ যুঝ্‌বে না !

যতই আসুক্‌ অভাব তেড়ে,
মৃত্যু-ভয়াল শিংটী নেড়ে,
যে জন গেছে পল্লী ছেড়ে,
পল্লী তার আর রুচ্‌বে না !

চাও যদি ভাই, গাঁয়ের ভাল,
নিজের মনেই প্রদীপ জ্বাল,
আর চেয়ো না পরের আলো,
বড়র দোহাই খুঁজ্‌বে না ;—

যা পার তা নিজেই কর,
ভাইকে নিজের সহায় ধর,
ম'র্‌তে হয় ত গাঁয়েই মর,
না হয় বা কেউ পুছ্‌বে না !

*হাম্বির—যৎ*

*
* *

বিশাল আকাশ-শ্যামল-মাঠে
শারদ বিষাণ বাজে,
উজল-ধবল মেঘের হাটে
সন্ধি-নিশান সাজে !

নিবিড়-অশ্রু-বেদন-ভরা,
কিরণ-হারা আঁধার ধরা,
বইছে আজি রোদন-হরা
সমীর তাহার মাঝে !

উৎসবেরই ঢেউ ছুটেছে
শ্যাম-সাগরের বুকে,
কল্লোলেতে তান উঠেছে
পূর্ণা-নদীর মুখে ;—

শিশির মাখা ঘাসের 'পরে
হাসির মত শিউলি ঝরে,
চাঁদের সুধা গন্ধে ভরে,
মর্ত্ত্যে অমরা রাজে !

*সিন্ধু-খাম্বাজ—দ্রুত একতালা*

*
* *

যেন, কেমন হ'য়েছে প্রাণ,
ওগো, কেমন হ'য়েছে আঁখি !
যেন কার তরে সদা হু হু করে,
ধারা ঝরে থাকি থাকি !

আকুল হইয়া কারে যেন চায়,
পায় নাক তবু মিছে খুঁজে তায়,
অপলকে চায়, আকাশের গায়,
করে হায় হায়—প'ড়ে বুঝি ফাঁকি !

বসি নিরজনে কার ছবিখানি,
উদ্দেশে লয় নিজ বুকে টানি,
শতেক সোহাগে, কত অনুরাগে
আবেশ-মদির মুখে মুখ রাখি ;-

পুনঃ ভেঙে যায় সোনার স্বপন,
কেঁদে ওঠে হেরি শুধু নিরজন,
জীবন-নয়ন-জুড়ানো সে জন,
পেতে দরশন কত আর বাকি !

*বারোয়াঁ—একতালা*

*
* *

আমার পরাণখানি
তুমিই নিয়েছ টানি,
তুমিই ক'রেছ তারে
কত মধুরিমাময়,

তোমারি আঁচল দিয়ে,
দিয়েছ যে মুছাইয়ে,
শত-ত্রুটী-অপরাধ,
মনোমলিনিমাচয়

তোমারি কোমল বুকে,
রেখেছ বিমল সুখে,
তোমারি বীণার তানে
মুদেছি নয়নদ্বয় !

আজি কেন এ পরাণ
শ্মশান করিতে চাও,
তোমারি সাধের মালা
অনলে সঁপিতে যাও !-

এমনি করিবে যদি,
কেন নিয়েছিলে হৃদি,
দু'দিন হাসায়ে কেন
কাঁদাইলে নিরদয়

*কেদারা—খং*

*
* *

অপর বেদনে কেন আমার পরাণ কাঁদে !
শর-বিদ্ধ পর-বুকে,
মম চিত মরে দুখে,
হাসিতে পারিনা কেন পাখীটি পড়িলে ফাঁদে !

নিরমল হ্রদ-জলে কেন গো আঁধার আসে,
নীলিম গগনখানি ঢাকিলে জলদ-বাসে !
নব-ঘন-বরিষণে
পাবে সে ত হৃত ধনে,
তবু সে অবোধ হ্রদ কেন না প্রবোধ বাঁধে !

গগনে জীবনে যে গো আছে বড় বাঁধা-বাঁধি,
জীবনে জীবন সনে তেমনি ত আধা-আধি !
তাই সে পরেরি প্রাণ
গাহিলে বেদন-গান,
আকুল এ বীণাখানি কাঁদে সে করুণ ছাঁদে !

*হাম্বির—ঢিমে তেতালা।*

*
* *

অয়ি মম প্রেম-প্রতিমা !
মম, অন্ধ-জীবন-সিন্ধু-আঁধারে
কোটি-ইন্দু-পূর্ণিমা !

এ মম হিয়াখানি তোমারি পরশনে
তুলিল কলরোল সোহাগ-হরষণে,
পুলক-হিল্লোলে আকুল চিত দোলে
নেহারি কম মুখ-চন্দ্রিমা !

যেয়ো না দূরে সরি সরমে আবরি,
এস এ বুকে এস পিয়াসা সম্বরি,
যাপি এ বিভাবরী পিয়ে পরাণ ভরি
অধর-মহামৃত-মধুরিমা !

*ইমন —কাওয়ালি*

*
* *

প্রাবৃট-ঘন-ঘনিমা বিদারি
শারদ শুভ দরশে,
এস হে শুভ-সুন্দর, কর
সুন্দর কর-পরশে !

প্রতি চিত্তের কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটাও নবাশা-শেফালি-পুঞ্জে,
কূলে কূলে দাও উচ্ছল জল-
কল্লোল-কেলি-হরষে !

নব জীবনের শ্যামলিমা-ভরা
কর গো হৃদয়-ক্ষেত্র,
সুস্থতা-ভরা, দুঃস্থতা-হরা
দাও গো নীলিম-নেত্র ;-

বন্টিয়া দাও করুণা-সিন্ধু,
পড়ুক্ ঝরিয়া শিশির-বিন্দু,
শিবাশিস্ হোক্ অযুত-ইন্দু
প্রতি মানস-সরসে !

*সাহানা—একতালা*

*
* *

বনমালী মুণ্ডমালী কে সাজালে।
এই না শ্যাম কদম-তলায় বংশী বাজালে
কোথায় গেল মোহন-চূড়া,
পীত-ধড়া বাঁশী!
এ যে, উলঙ্গিনী শিরে ফণী,
এলোকেশরাশি!
করে অসি, ঘেরা কটী
নর-কর-জালে!
ছল ক'রে কি কপট কালা
আমারে মজালে!

কাল ছেড়ে আজ কদম-তলায়
এলি কি মা কালি,
যেথায় কালা কুল-বালার
কুলে দিলে কালি!
ওমা, ননীচোরা তোকেও কি মা,
কুহকে ভুলালে!
জানি না সে রাখাল তোরে
কি ব'লে বুঝালে!

*সিন্ধু—কাওয়ালি*



৪

*
* *

কোটী প্রণাম চরণে জননি!
সন্তান তরে স্তন-ধারা ক্ষরে,
শ্যাম অঞ্চলে উছলে নবনী!

জনম-প্রথমে প্রসূতি-উদরে
রস-সুধা-দানে পালিলে আদরে,
তব হৃদয়ের ধূলি-শয্যা'পরে
হেরিনু প্রথম আকাশ-অবনী!

তব বুকে খেলি শৈশবের খেলা,
কত সুখে যে মা কেটে গেছে বেলা,
তিলেকের তরে কর নাই হেলা,
খুলে রেখেছিলে মমতার খনি ;-

চির-গরীয়সি, বুঝেছি যৌবনে,
তোমার তুলনা তুমি এ ভুবনে,
মা তোমার ঋণ শোধিব কেমনে,
তাই ভাবি মনে দিবস-রজনী!

*সুরট-মল্লার—একতালা*

*
* *

পুনঃ, ঘুম কি এল চোকে!
এত ঘুমাইয়া মিটেনি কি আশ,
পুনঃ, ঢুলিছে ঘুমের ঝোঁকে!

সে দিন যে ওর নিশি হ'ল ভোর,
এরি মাঝে কেন পুনঃ ঘুম-ঘোর!
এখনও মার ঝরে আঁখি-লোর
কত, দুখে অভিমানে শোকে!

মনে জেনো ঠিক, এবারের ঘুম,
ক'রে দেবে চির নীরব নিঝুম,
অবশেষ হবে শ্মশানের ধূম,
নিশানা রবে না লোকে;—

নিস্ না মা কোলে হতভাগা ছেলে,
পিঠে দিয়ে চড় দে রে ঠেলে ফেলে,
ভেঙে যাবে ঘুম, চুমু নাহি পেলে,
আর, স্তন্য না দিলে ওকে!

*বেহাগ—একতালা*

*
* *

মাঝে মাঝে ওই যে বাজে
ঘুম-ভাঙানোর গান,
তবু কেন অলস আঁখি,
অবশ কেন প্রাণ !

মেঘ যেন যায় ডেকে ডেকে,—
ওঠ্ না তোরা শয্যা থেকে,
দিকে দিকে পুলক-লোকের
ওই ডেকেছে বান !

আশিস্ তোমার ছড়িয়ে পড়ে
মোদের আঙিনায়,
আমরা যে গো উঠ্‌তে নারি
কুড়িয়ে নিতে তায় !—

শুয়ে শুয়ে ক্ষণেক দেখি,
মুদি আঁখি,—ব্যাপার একি !
ক’র্‌বে নাকি বারেক তোমার
পরশখানি দান !

তাই যদি গো, তবে কেন,—
কিসের এ উৎসব,
জাগরণের বাদ্য সনে
আলোর কলরব !—

হে আনন্দ, যদি এলে,—
এস জোরে দুয়ার ঠেলে,
আলোর সুরে ব’স জুড়ে
সারা-হৃদয়খান !

*বারোয়াঁ—দ্রুত-একতালা*

*

* *

কাল-অঙ্গে রঙ্গে উলঙ্গ-সাজে,
কেরে—কার বামা বিরাজে !

প্রলয়-যামিনী জিনি
একি কালো-কামিনী,
কালোতে আলোক-খেলা
নবঘনে দামিনী,
অট্ট অট্ট হাসে
অশেষ অসুর ত্রাসে,
শতেক অশনি বাজে !

একি, মুক্ত-কুন্তলা, রসনা-বিলোলা,
কৃপাণ বাম-করে, রণ-বিভোলা,
গলে নর-মালা,
ত্রিনয়নে জ্বালা,
শিরে অজগর গরজে ;-

কম্পিত ধরাতল
চরণ-ভঙ্গে,
রুধির-রঞ্জিত
যোগিনী সঙ্গে,
কেরে ভয়ঙ্করা,
বর-অভয়-করা !—
রাজে, শুভঙ্করী ওই
ভক্ত-মাঝে !

*ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি*

*
* *

নে রে, বাঁশরী করে!
ভয়ে, কেঁদে বলে ছেলে,
অসি দে মা ফেলে,
বাজা মা মূরলী মধুর স্বরে!

ওমা, উলঙ্গিনী বেশে, এলায়িত কেশে,
পাগলিনী শ্যামা, বেড়ায়ো না হেসে,
বেড়ি ক্ষীণা কটী, ধর পীত-ধটী,
মোহন-চূড়া পর শিরোপরে।

মা তোর, ললাট-অনলে ধরা যায় জ্ব'লে
লুকা মা অলকা-তিলকে,
তোর, বিলোল রসনা, বিকট-দশনা,
লুকা সুধা-হাসি-পুলকে ;—

ওমা, নর-শির-হার ত্যজি নরমালী,
পর বনমালা, কালা হ' মা কালি,
আমি, বড় ভালবাসি, বাজা সেই বাঁশী.
যার স্বরে রাধায় উদাসী করে।

*ভীমপলশ্রী—একতালা*

*
* *

আমি, আর কারো কাছে যাতনা জানাতে,
বৃথা ব্যথা দিতে
যাব না—যাব না,
আর, সান্ত্বনা তরে অপরের পানে
সজল নয়নে
চাব না—চাব না।

আমি, অনল-ভূধর সম নিরন্তর
মরমে গুমরি হইব কাতর,
তবু, হলাহল পিয়ে,
অন্যে খেতে দিয়ে
তিলেক পুলক
পাব না—পাব না।

*ভৈরবী—একতালা*

*
* *

জ্ঞান-গরিমা-রাণী বাণি,
তব বীণা-নিক্বণ জাগরিল জীবগণ,
মুখরিল মূক ধরাখানি !

ক্ষরিল মানব-মুখে মমতা মধুর ধার,
ঝরিল যে নির্ঝর লভি তার সুখ-তার,
মন্দাকিনী-জল শীতল মহীতল,
নন্দন-সম মনে মানি !

তব বীণা-ঝঙ্কারে ওঁকার গাহি গান,
ধরম-করম-শেষে চরমে পরম মান,
যাচি তব পদতলে বিকশিত শতদলে
ভৃঙ্গ হইল কত প্রাণী !

শুভ্র সুভাস্বর মর্ম্মরে অভিনব
ভাস্কর-খোদিত যে মানসী প্রতিমা তব,
সে মূরতি মনোমাঝে যেন মা সতত রাজে,
ধন্য কামনা সেই জানি !

অজ্ঞান জন মাগে তব পদ-বন্দনে,
তুচ্ছ এ ফুল-দলে চর্চ্চিত চন্দনে,
লহ দীন-অর্চ্চনা, তুলি বীণা-মূর্চ্ছনা
পাণি-পরশে বীণাপাণি !

*খাম্বাজ—ঠুংরি*

*
* *

পল্লীর চীর-অঞ্চল চির-বাঞ্ছিত যেন জানিগো !
পল্লীর ধূলি শিরে লব তুলি
তীর্থের রেণু মানি গো !

মার মুখে ভরা ললিত লাবণী,
মার বুকে ঝরা নিয়ত নবনী,
কত যে মমতা পতিত-পাবনী,
বর্ণিতে নারে বাণী গো !

ধনিকেরা নাহি ঘরে আসে মার,
বণিকেরা রহে দূরে,
উছলিয়া ধায় স্তন-ক্ষীর-ধার
তবু সে সুদূর পুরে !—

কত অনাদর, কত অপমান,
তবু অকাতরে অবারিত দান !
হীনে দিক্ মারে দীনা অভিধান,
মা যে কল্যাণ-রাণী গো !

*ছায়ানট—একতালা*

*
* *

শরৎ শেষে শরৎ এসে
প'রে সুরের সাজ,
মোদের মায়ের আঙ্গিনাতে
ওই দাঁড়াল আজ !

দেখ্‌না চেয়ে নয়ন খুলে,
কি আনন্দ নদীর কূলে !
শ্যাম-নীলিমায় ফুলে ফুলে
সুরের কারু-কায !

মন দিয়ে শোন্ প্রাণের কানে,
কি সুর বাজে দূর বিমানে !
কিরণ-ধারা সুরের ঝারা
ঝ'র্‌ছে ধরা-মাঝ !—

মানস-বীণা যেথায় বাজে,
নিত্য শরৎ সেথায় রাজে,
অশ্রু সেথা পুলক মাঝে
লুকায় পেয়ে লাজ !

*বারোয়াঁ—একতালা*

*
* *

এসো না এসো না, হেসো না হেসো না,
বসো নাক শশী গগন'পরে,
তোমারি ও হাসে, তারি ছবি ভাসে,
পিয়াসে পরাণ কেমন করে !

সে যদিও মোর হৃদয়-রতন,
আমি নহি তার মনের মতন,
সে না মোরে চায়, ব'লেছে আমায়,
ভুলিতে তাহারে জনম-তরে !

তাই শূন্য-মনে শূন্য পানে চাই,
তারে ভুলিবার বাসনা সদাই,
ঝরে দুনয়ন, বুঝে নাক মন,
তারি স্মৃতি আনি হৃদয়ে ধরে ;—

আমাতে আমার এত পরমাদ,
তার মাঝে তুমি সাধ যদি বাদ,
ভোলা ত হবে না, কথা ত রবে না,
পাবে সে বেদনা বিরাগ-ভরে !

*সুরট-মল্লার—একতালা*

*
* *

সদা হৃদে জাগে বদন তারি,
ভুলি-ভুলি করি ভুলিতে নারি !

তারি কথাগুলি ঝঙ্কার তুলি,
মম প্রাণ করে আকুলি-ব্যাকুলি,
ধরার সকলি—আপনারে ভুলি,
শুনি বাণী, ঝরে নয়ন-বারি !

তারি পরশন কম্পিত-বুকে,
শিহরিত কায়ে লভি কত সুখে,
করি অনুভব থাকি মুখে-মুখে,
অনিমিখে শত শোভা নেহারি ;-

যার তরে আমি পাগলের পারা,
সে কি মোর তরে ফেলে আঁখি-ধারা !
যারে হ'য়ে হারা ধরা হেরি কারা,
সে কি হেরে তাই,—সে ত আমারি !

*পূরবী—একতালা*

*
* *

শোন্ রে তোরা কান পেতে,
বেড়াস্ নাক আর মেতে !
জীর্ণা রোগে, শীর্ণা শোকে
মায়ের পানে হয় চেতে !

নিজের তালেই ব্যস্ত থাক,
ভাবনা নিজের দিন-রেতে,
ভাবনা মায়ের ব্যর্থ ভাব,
ফসল ফলাও যাঁর ক্ষেতে !

যাঁর বুকেতে হাস খেল,
সদাই ঘোর সুখ পেতে,
ভাব্‌ছ না হায়, মরণ সেথায়
সদাই রহে ওৎ পেতে!

নিজের পাপে, মায়ের শাপে
বিষ ওঠে নিশ্বাসেতে,
সখ ক'রে এই অনল-পরশ
কর কি বিশ্বাসেতে!

হোস্‌ নাক আর বুদ্ধিহারা,
এখনও ওঠ্‌ চেতে,
মায়ের সেবায় মন্‌ দে যদি
মুক্তি-লোকে চাস্‌ যেতে।

*প্রসাদী সুর—একতালা*

*

* *

ওরে, দেখ্‌না চেয়ে—কে এল ওই
দ্বারের কিনারে,
মরণ-জরা-হরণ-করা
বাজায় বীণা রে !

মধুর তাহার সুরের রেশে,
আঁধার গেছে সুদূর দেশে,
কিরণ এসে লুটায় হেসে
সুরের আবেশে ;—
আজ, শ্যাম-নীলিমায় আকাশ-ধরা
শক্ত চিনারে !

নীল-গগনে মেঘের খেলা,
ধবল বলাকা,
শ্যাম-সায়রে পাল তুলেছে
কাশের শলাকা ;-

ওই সেজেছে তারার ডালি,
শিশির-ধোয়া ফুল শেফালি
সে সুরে দেয় অঙ্গ ঢালি,—
আপনারে ডালি ;—
এমন, অধীর-করা সুরে বধির
রইলি কি না রে !

*সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্রা*

*
* *

কে বুঝে তব মহিমা !—ওমা শ্যামা,
অনন্ত-মহিমাময়ী,
অনাদ্যা অসীমা অয়ি,
শিবানী শবাসনা কপালিনী কালী ভীমা !

আমি সাজে সেজে এস সংসার-মঞ্চে,
নিজেকে ভুলাও নিজে মায়া-প্রপঞ্চে,
কেঁদে হেসে ভালবেসে মিশে যাও পঞ্চে,
নিজে মেরে নিজে মাখ বিষাদ-কালিমা !

আপনি দারা হও, আপনি কান্ত,
আপনি পুত্র সেজে, স্নেহে হও ভ্রান্ত,
আপনি খেলানা, খেলে হও শ্রান্ত,
তুমি মা—সবি মা,—অণিমা—লঘিমা

*ভৈরবী—কাওয়ালি*

* *

যাবে যাও শ্যাম, যাও না চলি,
পিছে ডাকিব নাক আর,—
যদি, বাঁধা থাক রাধার কাছে
আসিতে হইবে আবার।

যাও হে সখা, নয়ন-বাঁকা,
তুমি, আছ আমার বুকে আঁকা,
আমি, নয়ন মুদে হের্‌ব কালায়,
ঢাল্‌ব সে পায় প্রেম-ধার।

ক'রে আমার মনোচুরি,
থাক্‌বে কোথা শ্যাম, টান্‌লে ডুরি,
তোমায়, আপন টানে আস্‌তে হবে
ধ'র্‌তে পদে শ্রীরাধার!

*সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ*

*
* *

ওই স্বরদের সরস স্থুরে
শরৎ মধুর বাজে রে,
স্থুর-লহরীর উঠ্‌ল তুফান
শ্যাম-সায়রের মাঝে রে !

ওই আঙিনার বুকের 'পরে
শিউলি ফুলের নিঝর ঝরে,
উছল বিমল শ্যামল সরে
লক্ষ কমল রাজে রে !

ওই যে ব্যোমে বারণ-ভরা
কিরণ-হু'কর বাড়ায়ে,
ধূম-কুয়াশার বসন-পরা
ওই হিমানী দাঁড়ায়ে ;-

বর্ষা-জয়ীর ছুর্গ-চূড়ে,
ওই ত চেতন-কেতন উড়ে,
অলস ঘুমে হাতটি মুড়ে
রইবে কে কোন্ লাজে রে !

*স্থরট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা*

*
* *

পরাণ গুমরি মরে,
নয়ন না ঝরে হায়,
গগনে গরজে ঘন,
বারি না বরিষে তায় !

ঝরিলে ঝরিত আঁখি,
ঝরিতে ছিল না বাকি,
পর-বাসে প্রাণ-পাখী
পাছে প্রাণে ব্যথা পায়,—
ঝরিতে দিই নি তাই,
ঝরিতে কি দেওয়া যায় !

একতারে বাঁধা আছি,
দূরে থেকে কাছাকাছি,
তবু সে হৃদয় খানি
হৃদয়ে ধরিতে চায় ;—
বুঝেও বুঝে না প্রাণ,
ব্যাকুল পাগল-প্রায় !

*সাহানা—যৎ*

*
* *

এমনি করিয়া বরষে বরষে
আসিও সকলে আসিও হে,
মায়েরি চরণে অর্ঘ্য দানিতে
নয়ন-সলিলে ভাসিও হে !

থেমে গেছে গান, গেছে উৎসব,
আছে হাহাকার, শুধু আহা-রব,
তার মাঝে হেথা এসে ব'সে সব
ক্ষণেকের তরে হাসিও হে !

আমাদের সুখ-শান্তি যা কিছু
ব্যথিতের কাছে বেদন-গান,
তাই এসে গান গাহিও শুনিও,
শীতল করিও তাপিত প্রাণ ;—

শুধু অভিমানে, শুধু ধিক্কারে,
আমাদের দেশ গেছে ছারে-খারে,
চাহ যদি ভাই, বাঁচাইতে তারে,
ভায়ে ভায়ে ভালবাসিও হে !

*ছায়ানট—একতালা*

*
* *

কোথা, কেশব কমলাকান্ত !
আমি, ভব-বৈভব-ভ্রান্ত !

সমাগত তব
মহিম-রাজ্যে,
সাধিবারে সদা
কুশল কার্য্যে,
তোমার আদেশ

চিত্ত কুপথ-মত্ত শ্রান্ত !

মুগ্ধ-জীবন
দগ্ধ পিয়াসে,
নত উদ্দেশে
ক্ষম দীন দাসে,
বল্লভ, তব
পদ-পল্লব-
স্নিগ্ধচ্ছায়ে কর প্রশান্ত

*গৌরী—একতালা*

*
* *

এস, রসময় হরি !
আজ, কদম্বের তলে,　　রাধা-রাধা ব'লে
বাজাবে মোহন বাঁশরী।

মোরা গোপ-নারী আশাতে তোমারি,
এসেছি যমুনায় নিতে কাল-বারি,
তুমি, পেতে রেখে ফাঁদ,　　ওহে কালাচাঁদ,
কোথা আছ সব পাশরি !

আজি তোমা বিনে　　যমুনা-পুলিনে
কেঁদে মরে রাই উভরায়,
তুমি, কত কেঁদে কেদে, কত ক'রে সেধে,
ধ'রেছিলে যার দুটি পায় ;—

আজ, তোমা বিনে শ্যাম, শূন্য বৃন্দাবন,
আর, উজান বহেনা যমুনা-জীবন,
এখন, কালি দিয়ে কুলে, গেলে কিগো ভুলে
গোকুলে গোপিনী-কিশোরী !

*ভীমপলশ্রী—একতালা*

*
* *

ত্বং হি মাতর্ভৈরবী ভীমা
ভবানী ভব-ভয়-বারিণী মা !
ত্রিপুরারি-জায়া এয়ী মহামায়া,
ত্রিগুণা ত্রিতাপ-তারিণী মা !

করালী কালী কপাল-মালী,
ভ্রূকুটি-ভীষণা অনল-ভালী,
পরমা-মনোরমা, গৌরী অনুপমা,
শঙ্করী শুভ-কারিণী মা !

বিকট-হাসা, বিশ্ব-ত্রাসা,
স্বয়ম্ভূ-হৃদি-নৃৎবিলাসা,
অসূয়াসুর-কুল-পাতকনাশা,
প্রলয়-কৃপাণ-ধারিণী মা ;-

ত্বং হিঁ আদ্যা জগদারাধ্যা,
শাশ্বতী সদা সাধক-সাধ্যা,
ত্রিলোক-ধাত্রী, মোক্ষ-দাত্রী,
নমামি গমাগম-বারিণী মা !

*ইমন-কল্যাণ—তেওরা*

* *

বড় ব্যথা বাজে হৃদয়ের মাঝে
তুমি চ'লে গেলে সরিয়া,
আমাতে আমার থাকে নাক আর,
কোথা যায় নিবে মরিয়া !

মম প্রাণ বীণা, তুমি বীণাপাণি,
কর সঞ্জীবিত ঝঙ্কার আনি,
কর-পরশনে সরে মম বাণী
রাগ-রাগিণী ধরিয়া !

তুমি ফুল-দল, আমি পরিমল,
ভাসি বাসে তব পরশে,
তুমি সে চাঁদিমা, আমি পূরণিমা,
হাসি সারানিশি হরষে ;—

শুকাইয়া যবে যায় ফুল-হার,
পরাগে সুরভি থাকে নাক আর,
আবরিলে শশী মেঘ-সম্ভার,
তমসায় যায় ভরিয়া !

*ইমন-কল্যাণ—একতালা*

*
* *

মনে রেখো, মোদের জননী পল্লী !
যেথা অযতনে, হসিত-আননে
বনে বনে ফুটে যূথিকা-মল্লী !

সুজলা করিয়া যাহার বক্ষে,
ইছামতী ধায় সাগর-লক্ষ্যে,
শ্যাম-অঞ্চলে সুষমা উছলে,
ফলে ফুলে শোভে বিটপি-বল্লী !

যদিও কুটীরে মূষিক-নৃত্য,
কাননে শৃগাল ফুকারে নিত্য,
পরে দিয়ে সব আমরা ভৃত্য,
নিয়ত জ্বলিছে শ্মশান-চুল্লী ;-

'থাকুক দৈন্য, শত হাহাকার,
তবু সে তীর্থ, মাতা সবাকার,
থাক বুকে মার, ত্যজিয়া বিকার,
থাক গো আঁকড়ি ভুবাহু-বল্লী !

*সুরট-মল্লার—একতালা*

*
* *

সংসার-মরু-মাঝে
আমি পথ-হারা,
হারায়েছি তায়
জ্ঞান-আঁখি-তারা !

চঞ্চল চরণে ধাই
কি করি কোথায় যাই,
নিরাশা-বালুকা-রাশি,
কূল-কিনারা নাই,
মোহ-মরীচিকা
পাপ-চোকে হেরি তাই,
ঘুরে ফিরে একই ভ্রমে
প'ড়ে হই সারা !

একি চক্র তব
জানি নাক চক্রধর,
দিয়ে পুনঃ কেড়ে নিয়ে
খেল খেলা নিরন্তর,
জানিতে চাহি না আর
দাও মোরে অবসর,—
* নিবাও এ দীপ হরি,
দিয়ে কৃপা-ধারা !

*সাহানা—কাওয়ালি*

*
* *

ওই, ওই বুঝি এল মোর হরি,
'আয় রাই আয়' ব'লে
গায় বাঁশরী !

চল সখি, চল চল
হেরি কাল-বরণে,
মন-প্রাণ সঁপিয়াছি
যার রাঙা-চরণে,
বল আর কার তরে
সরমে মরি !

নয়ন না মানে মানা,
চল সখি, ত্বরা যাই,
'আসিছে আসিছে' ভাবি
আছে কালা পথ চাই,
কেমনে রহিব ঘরে
পরাণ ধরি !

*সাহানা—কাওয়ালি*

*
* *

দীন-দুরিত-দলনি,—দয়াময়ি !
শ্যামা ত্রিনয়নি !

পশুপতি-প্রিয়তমা
প্রকৃতি-রূপিণী তারা,
শঙ্করী শুভঙ্করী
শিবে সারাৎসারা,
কালী কপালিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
ওমা, পতিত-পাবনি !

কাল-কালকূটে
জ্বলি মা অনিবার,
করুণ নয়নে
চাহ মা একবার,
ভব-পারাবার সব অন্ধকার,
দে মা, চরণ-তরণী।

*কাফি-সিন্ধু—কাওয়ালি*

*
* *

তুমি, আমার পরাণ-পাখী !
তাই, সতত আদরে তুষিব তোমারে
হৃদয়-পিঁজরে রাখি !

পাছে ব্যথা বাজে কোমল পায়,
পরাব না কভু শিকলি তায়,
তুমি, পরাণ ভরিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া
খেলো তায় থাকি-থাকি !

আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে
তোমারে করিনু দান,
প্রণয়-আবেশে, মাতোয়ারা বেশে
শুনিতে তোমারি গান,—
সে যে, অমিয়-মাখানো তান!
আমি, কোথাও যাব না, কিছুই চাব না,
ঘুমেতে মুদিব আঁখি!

স্বাধীনতা তব নিব না,
পিঞ্জর-দ্বার দিব না,
মম, মানস-কাননে ফুল্ল আননে
ভ্রমিও পরাগ মাখি!

তুমি যে আমার সরবস ধন,
তুমি যে আমার সার,
আলোক আঁধারে, পুলক পাথারে,
আশা-তরী নিরাশার;
তুমি, আমার জীবন-তার!
ওগো, উড়িয়া যেয়ো না, যেন কাঁদায়ো না,
দিও না দিও না ফাঁকি!

*বারোয়াঁ—দ্রুত-একতালা*

*
* *

আমি তব পাশে ল'য়ে ফুল-হাসি
সৌরভে তব তুষিব প্রাণ হে,
তুমি শুধু এসে মধুকর-বেশে
গাহিও মধুর মধুর গান হে!

মম নিরমল পরিমল মাখি,
হইও মুগধ মদির দু'আঁখি,
মৃদু সমীরণে দুলি মোর সনে
নিরবধি মধু করিও পান হে!

তোমার পরশে অমর-মাধুরী,
হইব গো আমি সুর-পারিজাত,
এ মর-ধরণী অমরা করিয়া
ভুঞ্জিব দোঁহে সুচির প্রভাত!—

চাহি না শোভিতে শচী-পতি-গলে,
চাহি না সেবিতে শিব-পদতলে,
শুধু, তোমাতে সাজিব, তোমারে পূজিব,
লভিব ধরম, পরম মান হে!

*বিভাস—একতালা*

*
* *

অমন করিয়া, মরমে মরিয়া,
বসিয়া থাকিলে চলিবে কি !
কাঁদ-কাঁদ মুখে, দুখ চাপি বুকে
রহিলে হৃদয় গলিবে কি !

খুলে দিতে হ'বে অন্তর-দ্বার,
সমান হইবে অন্দর-বার,
অর্গল দিয়ে, আপনারে নিয়ে
ভাবিলে সুফল ফলিবে কি !

মিলনের ওই সুর-তরঙ্গ,
দ্বার-কূলে তব করিছে রঙ্গ,
দ্বার না খুলিলে, 'এস' না বলিলে,
অপরে আসিতে বলিবে কি !

কার 'পরে কর রোষ-অভিমান !
দোষ-ত্রুটী হেথা সবার সমান ;
মুখে দিয়ে ফাঁকি, ছল-ছল আঁখি,
ছলনায় শুধু ছলিবে কি !

*কানাড়া—একতালা*

*
* *

এস না রজনি, ল'য়ে তারা-দলে,
সজনী হ'য়েছি হারা,
আজি এ অমায় এনোনাক চাঁদে
ঢালিতে কিরণ-ধারা !

এস যদি, এস আমার মতন,
পরি মনোময় ঘন-আবরণ,
এনোনাক সখি, বিজলী-ভূষণ
মরু-মরীচিকা-পারা !

দুরু-দুরু কাঁপি গুরু গরজনে,
এনোনাক তারে, এনো বরিষণে,
নীরবে কাঁদিতে এস মোর সনে
সংসার-বিষ-কারা !

*পূরিয়া—একতালা*

*
* *

হরি ! এই কি গতি সংসারে !
শুধু কাঁদা হাসা, মিছে ভালবাসা,
যাওয়া-আসা বারে বারে !

দু'দিনের তরে আসি, পরি গলে ফাঁসি,
আশায় বাঁধি বাসা,—হইব চিরবাসী,
জল-বিম্ব মত,
থাকিয়া দিন কত,
মিশে যাই ভব-পারাবারে !

একি চমৎকার, দুনিয়ার ব্যবহার,
যে যত আপনার, সে তত পর আবার
মরণ হ'লে পর,
কেঁদে অবসর,
অমনি যায় নর ভুলে !—

তবে কেন হরি, মিছে বাঁচি মরি,
কাট এ বন্ধন, যাতায়াত পরিহরি,
ও পদ-রেণু মাখি,
বিভোর হ'য়ে থাকি,
দিবানিশি ভাসি প্রেমাসারে !

*সুরট-মল্লার—কাওয়ালি*

* *

কুঞ্জ-কানন-মাঝে
রাখাল-রাজ রাজে,
সাজে ব্রজ-বালা
শ্যাম-দরশন-সাজে !

বাজায় বিনোদ-রায়
বিনোদ বাঁশরী,
বিগলিত অঞ্চল
চঞ্চলা কিশোরী,
পাগলিনী-পারা ধায়
পাশরি লোক-সাজে !

উজান যমুনা-জল
উছলিছে কল-রোলে,
নীরব পিকবর,
শাখে শিখী দোলে,—
ভাবে পড়িল ঢ'লে
রাধিকা সখি-সমাজে !

*কানাড়া—কাওয়ালি*

*
* *

যদি গো বেদনা পাও
গাহিতে বিরহ-গান,
থাক্ তবে কাজ নাই,
বিগতে ব্যথিয়া প্রাণ !

তব দুখ-আঁখি-জল,
শিশির-মুকুতা-ফল,
অন্তরে অনল-সম
করে যে যাতনা দান !

আমি ও মরমে পশি
হেরিব সে ক্ষত-চয়,
মরমের সুধা দিয়ে
করিব গো নিরামময় ;—

আজি এ মিলন-মধু
পিও তুমি পিও বঁধু,
বিস্মৃতির তলে হোক্
অতীতের অবসান !

*পিলু—ষৎ*

*
* *

সন্ধ্যা হেরি অন্ধ হ'য়ে
বন্ধ কেন অন্ধকারে !
আলোক-তরঙ্গ আসি
রঙ্গ করে রুদ্ধ-দ্বারে !

অদূরে মন্দির-মাঝে
আরতির বাদ্য বাজে,
তমসা টুটিয়া গেছে
দীপালীর দীপ-ভারে !

থেমেছে ঝটিকা-বেগ,
কেটেছে জটিল মেঘ,
নেমেছে প্রেমের রশ্মি,
সুধা-ধারা শতধারে ;—

চাঁদিমা রজনী আজি,
নিয়ে নভে তারা-রাজি,
খোল দ্বার, এস সাজি
মিশিতে সে পারাবারে !

*বাগেশ্রী—আড়াঠেকা*

*
* *

অসার সংসার, বুঝিয়াছি সার,
আমার কিছুই নয় হে,
এত অহঙ্কার, মায়া-মোহ আর
আমা সনে হবে লয় হে !
এই দীপ হাসে, অমনি বাতাসে,
নিবে যায় মিশে আঁধার আকাশে,
কাল-বায়ু-ঘায়,
প্রাণ নিবে যায়,
শূন্যে মিশি শূন্য হয় হে !
সংসারের খেলা স্বপনের মেলা,
থাকে নাক আর ফুরাইলে বেলা,
অভিনেতা-ছলে
সবে যাব চ'লে
সাঙ্গ হ'লে অভিনয় হে !
তবে কেন হরি, দিবস-শর্ব্বরী
আমার আমার ক'রে মিছে মরি !
বুঝিয়াও হায়,
মজি পুনরায়,
একি দায় দয়াময় হে !

*ঝিঁঝিট—একতালা*

*
* *

আজি, বিজন-বন-কুঞ্জ-মাঝে
কাহার বাঁশরী বাজে!
পরাণে পোড়া পিয়াসা জাগে,
মরমে মরি লাজে!

সখিরে, তোরা দেখে আয়,
ওরে, দেখে আয় ত্বরা দেখে আয়,—
বৃন্দাবন-চন্দ্র বুঝি
কদম্ব-মূলে রাজে!
বিরহ আর সহে না, ঘরে
রহিতে পারি না যে!

মথুরায় গিয়ে রাজা হ'য়েছে
আমার রাখাল-রাজা,
সাধিতে কি বাদ এসেছে আবার
দিতে কি রাধারে সাজা!

তোরা, দেখে আয় শুধু কুব্‌জার বঁধু
এসেছে সেজে কি সাজে,—
তোরা, দেখে আয় শঠ-নিপট-কপট-
লম্পট-নটরাজে!

*সিন্ধু—একতালা*

*
* *

নেচে নেচে শ্যামা আয় !
পদতলে ভোলায় দ'লে
ঢ'লে ঢ'লে মদিরায় !

কালো-রূপে আলো-করা
মহাকাল-মনোহরা,
তারা,—আয় মা—
অসিতে অসি-ধরা,
হাসিতে সুধারাশি,
হাস মা সেই হাসি,—
ভেসে যাক্ বিশ্ববাসী
অমিয়-ধারায় !

নৃত্য কর্ মা নিত্য-কালি,
নাচাও জগৎময়,
নিজে মেরে, নিজে কেটে,
নিজে দাও বরাভয়,
খেল মা খেলা শিবে,
খেলানা করি জীবে,
মা মা ব'লে বিল্ব-দলে
পূজি রাঙা পায় !

*ইমন-বিভাস—কাওয়ালি*

*
* *

বম্ হর হর,
সর্ব্বরূপধর,
কভু বাঘাম্বর,
কভু দিগম্বর !

কভু বক্ষোপর
ভীম-অজগর,
মৃড় চন্দ্রচূড়
কভু গঙ্গাধর !

কভু আশুতোষ, শিব শুভঙ্কর,
সুরাসুর-নর-পালন-তৎপর,
কভু রুদ্র-রূপে বিশ্ব-লয়-কর,
খরতর আঁখি-জ্বালা ভয়ঙ্কর !

কভু অণু-পরিমাণ মনোহর,
প্রভঞ্জনাধিক অতি লঘুতর,
কভু ব্যোমকেশ ব্যাপ্ত চরাচর,
অনাদি-অনন্ত তুমি বিশ্বম্ভর

*ইমন—চৌতাল*

*
* *

ওই, চাঁদের মতন         পলক হারায়ে
চেয়ে র'ব দোঁহে দোঁহার পানে,
এ মর-ভুবনে          অমর হইব,
দু'জনে দোঁহার অমিয়-পানে !

তোমারি কিরণে এ মম হৃদয়,
তম-তিরোহিত শত শোভাময়,
মম জ্যোছনায়          প্লাবিয়া তোমায়,
খেলিব মাধবী-লতা-বিতানে !

র'ব দু'জনায়        পূর্ণ-কলায়
সারানিশি বসি জাগিয়া,
এ রাতি কখনো প্রভাত হবে না
উষার পরশ লাগিয়া ;—

এ জগতে নিশি হ'লে অবসান,
সুখে ভাসাইব তরী দুইখান,
ল'য়ে এই হাসি,         কর পরকাশি
উদিব দু'জনে পর বিমানে !

*বিভাস—একতালা*

*
* *

পশরা মাথায় নিয়ে কেন হায়,
মিছে স্রোতে হাঁটি পার হ'তে যাই !
তরিবার লাগি মরিবারে মাগি,
অনল পরশি জুড়াইতে চাই !

পায়ে আঁটি বাঁধি কঠিন শিকলি,
পলাইব ভাবি কেন ভুলি চলি !
মিছে দূরে তারে রাখি ডাকি কারে,
মিছে কেন হেন—সাড়া ত না পাই !

কাঁদিতে আসিয়া মুছি আঁখি-জল,
কাঁদি নাই বলি কেন করি ছল !
কেন গো সাজাই নিয়ে ঝরা দল,—
এ ফুল সে ফুল হয় কি গো ছাই !

আধ-ঘুম-ঘোরে এ যে পাশা-খেলা,
এ যে সুরা-সম যায় নাক ফেলা !
প্রভু, কি যাদু ক'রেছ, কি চোকে ধ'রেছ,—
ডাকি লও মোরে ঘুচুক্ বালাই !

*ভৈরবী—একতালা*

*
* *

ওই, মোহন মূরলী বাজে !
চল ত্বরা করি, নিরখিব সখি,
বাঁকা সে রাখাল-রাজে !

জানি না, কি গুণে বাঁধা রাধা-প্রাণে,
বাঁশরীর তানে প্রবোধ না মানে,
যখনি সে গায়, বলে যেন,—"আয়—
আয় রাই বন-মাঝে !"

পাগলের পারা তাই ছুটে যাই,—
হেরি, বাঁশী-মুখে কাঁদিছে কানাই !
চল ত্বরা করি, হেরি সে শ্রীহরি,
পরিহরি লোক-লাজে !

*বেহাগ—একতালা*

*
* *

দুখ-হরা নাম ধ'রে মা,
ক'র্‌লি ধরা দুখে ভরা,
শুভঙ্করী ও শঙ্করি,
হ'লি কেন ভয়ঙ্করা !

মা তোর লীলা বুঝ্‌তে নারি,
তুই, চারুশীলা সতী নারী,
আবার, পতি দ'লে পদতলে
মত্ত হ'য়ে নৃত্য-করা !

মনে লাগে বড় ধন্ধ,
তোর, কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ,
তুই, অসি ধরা, মুণ্ড-পরা,
আবার বরাভয়-করা !

বুঝি না তোর এ হেঁয়ালি,
তোর, ছেলের 'পরেও খাম্‌-খেয়ালী !
হ'য়ে, কৈবল্য-দায়িনী কালী
দিলি জন্ম-মৃত্যু-জরা !

*সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ*

*
* *

ব'লো তারে সখি, আসিতে হবে না,
বেদনা বাজিবে চরণে,
আমি পায়ে হাঁটি যাব তার কাছে,
পুণ্য-প্রতিমা-বরণে !

শুধু ব'লো তারে, জ্যোছনার সনে
বসিয়া থাকিতে কুসুম-আসনে,
পরি ফুল-বাস, ল'য়ে ফুল-হাস,
উজলি বিমল কিরণে।

শুধু, নেহারি আমায় সে ফুল-বীণায়
জাগিবে মোহন তান,
আমি, বিভোর হইয়া সে সুর-সায়রে
ভাসাইব তরীখান ;—

অমিয়-পরশে গ'লে যাবে তরী,
সুর সনে বীণা ল'ব বুকে ধরি,
পিয়ে চুম্বন, হ'ব নিমগন
বাঞ্ছিতামর-মরণে !

*বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা*

*
* *

আমায়, কেন কর আন্‌মনা—
কর আন্‌মনা !
আমি, ভাবি যখন ভাবনা বুকে
আন্‌ব নাক, আন্‌ব না !

দরিয়ার নাই কূল-কিনারা,
ঢেউয়ের পরে ঢেউ ছোটে ওই
হুম্‌কে ওঠে ভীম-কানাড়া,
তুমি, সেই লগনে দূর গগনে
ফুটিয়ে তোল শুকতারা ;—
যখন, হাল্‌টী ছেড়ে ভাব্‌ছি ব'সে
পাল্‌টী ক'সে টান্‌বো না !

এই তারকার উঁকি-ঝুঁকি
ক্ষণিক মেঘের ফাঁকে,
এই করকার ঝিকি-মিকি
জলদ-ভুরুর বাঁকে ;—

আধেক আলো, আধেক আঁধায়
কেন হাসাও, কেন কাঁদাও,
ফেলে শুধু গোলক-ধাঁধাঁয় !
বল, আর কতদিন বইবে এ দীন
দীর্ণ তরী বাধায় বাধায় !—
আমার, ভয়-ভরসা হয় যদি সায়,
তোমায় ত আর মান্‌বো না !

*বাউলের সুর—দাদ্‌রা*

*
* *

পুনঃ, এসেছি তোমারি পাশে,
নিয়ে, হিয়া সে ভরা পিয়াসে।

ভুলিতে বলিলে, ভোলা ত হ'ল না,
কতই সাধিনু বিফল সাধনা,—
তোমারে ভুলিতে হ'লে আন্‌মনা,
তব ছবি মনে ভাসে।

তোমারে ভুলিতে যার পানে চাই,
ডেকে বলে শুধু— 'নাই, ঠাঁই নাই',
তোমারে ভুলিতে বল কোথা যাই,
মিটাইতে মনোআশে !

চির স্মৃতি এ যে নহে ঘুচিবার,
অমর মূরতি নহে মুছিবার,
স্পন্দন ওগো এ যে বাঁচিবার,
জড়িত জীবন-শ্বাসে !

তাই ঘুরি ফিরি এসেছি আবার,
যদি দেখা পাই তোমা ভুলিবার,
লও, লও ওগো, যা কিছু আমার,
যদি বিস্মৃতি আসে !

*বারোয়াঁ—একতালা*

*
* *

মা হ'য়ে মা, ছেলের করে
বাঁধন দিলি কোন্ প্রাণে !
আমি, বাঁধন জ্বালায় জ্ব'লে মরি,
হাসিস্ ব'সে কোন্‌খানে !

ওমা, বল-ভরসা কেড়ে নিলি,
হাতে ক'রে গরল দিলি,
এখন, পাষাণ কোলে স্থান দে মা তোর
শীতল হ'ব শোন্ কানে !

ওমা, খুব মিটেছে জীবনের সাধ,
তাই এসেছে ঘোর অবসাদ,
আর, চাই না মা তোর সোহাগ আদর,
ঘুমে শুধুই মন টানে !

*বারোয়াঁ—দ্রুত-একতালা*

*
* *

আমি, ভুলিতে পেরেছি তারে,
যারে, পরাণ ভুলিতে নারে !

আমি আনমনে মোর মালা গাঁথি,
মোর তরে ভুলে জাগি সারা রাতি,
তারে ভুলি মোরে বাঁধি ফুল-ডোরে,
আমারে হৃদয়ে ধরি বারে বারে !

মোর হ'য়ে আমি তারই গান গাই,
তার হ'য়ে তানে বিভোর হই,
মুকুরে হেরিয়া এ মম মূরতি,
মুগধ নয়ানে চাহিয়া রই !—

তাহারে ভুলিতে ভুলেছি আমায়,
বুঝিতে পারি না আমি যে কোথায় !
আমার মাঝারে হারায়েছি তারে,
সঙ্গম-সম নদী-পারাবারে !

*বেহাগ—একতালা*

* *

সুন্দর মধু-ঋতু আওয়ল রঙ্গে,
খেলত হোলি শ্যাম গোপিকুল সঙ্গে

কাজল সমুজল চিকণ কালা,
আবীরে আবরি সব লালে লালা,
লাল পীতধড়া, লাল বনমালা,
খেলত লাল চূড়া লীলা-তরঙ্গে !

খেলত রঞ্জিত লাল পিয়ারী,
ধাওয়ত পুলকিত বরজকুঙারী,
মারত কানু'পর খর পিচকারী,
আঁখিয়া বঙ্কিম লোচন-ভঙ্গে !

অন্ধ পাগল ভেল কপট কানাই,
হাসত সখিগণ, হাসত রাই,
বাঢ়য়ি কর হরি ধনী পিছু ধাই,
বান্ধল পিয়া নিজ সুভুজ-ভুজঙ্গে !

মাধব-পরশনে ধনী মুখ ঝাঁপয়ি,
সুন্দর বর-তনু ঘন ঘন কাঁপয়ি,
যৌবন-কুল-মান শ্যামে সমপয়ি,
চান্দ মিলায়ল সাগর-অঙ্গে !

*সিন্ধুড়া—ধামার*

* *

কাঁদিতে ব'লেছ তাই
কাদিতে পরাণ চায়,-
সুখী হবে শুনে পুনঃ
নয়ন শুকায়ে যায় !

এস এস একবার
লইয়া বিরাগ-ভার,
দাও দাও মোর বুকে—
নয়ন ঝরিবে তায় !

তোমার বেদনা বহি,
তোমার বিরহ সহি,
তব অবহেলা-মাঝে
পরাণ তোমারে পায়

*খাম্বাজ—ঘং*

* *

আজি, বাণী-মন্দিরে বন্দীর বেশে
এস হে প্রেমবন্দী !
দিতে, দ্বন্দ্বিতা হ'তে সন্ধির কিবা
সহজ সরল সন্ধি !

দূর ক'রে দাও বন্ধন-ভীতি,
শিখাও মিলন-বন্দন-গীতি,
দিয়ে, কুসুম-মাল্য-চন্দন-প্রীতি
বাঁধ যুগ-কর-সন্ধি !

দূর ক'রে দাও অন্ধ ভ্রান্তি,
কূট কৌশল ফন্দি,
আর, দূর ক'রে দাও সমর-ক্লান্তি,
মরক নরক-গন্ধি :—

নন্দন আনি ক্রন্দন-মাঝে,
সাজাও বন্দী, বন্দীর সাজে,
যেন, দ্বন্দ্ব ভুলিয়া দ্বন্দ্বেরি কাযে
তোমারি চরণ বন্দি !

*খাম্বাজ—একতালা*

*
* *

খেল্‌তে হবে হোলি-খেলা
ভুল্‌ব না আর বাঁশীর গানে,
কালা সেজে ও কালাচাঁদ,
শুন্‌তে কি গো পাও না কানে।

মোহন-বাঁশী কূলনাশী,
পরায় গলে ফুল-ফাঁসি,
তার, রন্ধ্রে দিয়ে আবীর রাশি
ক'র্‌ব নীরব মধুর তানে !

ক'র্‌ব রাঙা কালো অঙ্গ,
এস এস হে ত্রিভঙ্গ,
তোমার, বাঁকা আঁখির ভুরু-ভঙ্গ
ক'র্‌ব সরল আবীর-দানে ;

ছলনা ক'রেছ নানা,
নারীর প্রাণে দে'ছ হানা,
মান্‌ব নাক কোনো মানা,
ব'ল্‌ছি এস মানে-মানে !

নইলে, শোন রাখাল-রাজা,
পাবে বড়ই কঠিন সাজা,
তোমার, দুষ্ট হ'য়ে শিষ্ট সাজা
ব্রজবালা সবাই জানে ;—

নাই কি মনে বসন-চুরি,
লুকোচুরি, বুকে ছুরি,
তরীর 'পরে ছল-চাতুরী
গাঁথা মোদের প্রাণে প্রাণে।

আজ আবীরে অন্ধ ক'রে,
বন্ধ ক'রে প্রেমের ডোরে,
নিয়ে তোমায় যাবই ধ'রে
পালিয়ে যাবে কোন্ খানে !

নিয়ে তোমায় রাধার কাছে,
ক'র্ব যা-তা মনেই আছে,
বুঝে রাখ কথার আঁচে,—
বেচ্‌ব রাধার মানের মানে !

*ভীমপলশ্রী—যৎ*

*
* *

ওই, নাচে কালী কাল অঙ্গে,
রণ-রঙ্গে—নানা-রঙ্গে।
ডাকিনি-যোগিনিগণ
নাচে তার সঙ্গে।

নগনা মগনা বামা
রুধির-মদিরায়,
অধীরা সে অসি-ধরা,
ধরা কাঁপে প্রতি পায়,
দশনে রসনা চাপে
কি ভাব-বিভঙ্গে!

অট্ট অট্ট হাসি,
ভীষণ ভ্রূকুটিরাশি,
বিশাল লোচন-কোলে
কালানল পরকাশি,
এলোকেশী খেলে কাল-
করাল-তরঙ্গে!

*আড়ানা—কাওয়ালি*

*
* *

কোমল-করুণ-কাতর কণ্ঠে
ডাকিছে জননী, আয় আয় আয়,
ভায়ে ভায়ে মিছে বিবাদ বাধায়ে,
আর অবহেলা ক'রো নাক মায়।

কেন ভাব আন্ মার কাছে যেতে,
মার পায় ওরে দে রে মাথা পেতে,
বড় ভাল লাগে মার মার খেতে,
স্নেহ-পরশন তার প্রতি ঘায়!

অবোধ ছেলে হ'লে, মার কোলে এলে,
মা কি কভু দেয় দূরে ঠেলে ফেলে!
ভয় যাবি ভুলে মার চুমু পেলে,
চির বরাভয় ঝরে যে তায়;—

দুই ভাই এসে ব'সে মায়ের কোলে,
ডাক সমস্বরে মা-মা ব'লে,
সব দ্বিধা যাবে একযোগে চ'লে,—
মিলন-তীর্থ মার রাঙা পায়।

*ছায়ানট—একতালা*

*
* *

উলঙ্গ অসি করে কেরে উলঙ্গিনী !
বিকট অট্ট-হাসে ঘোরা রণরঙ্গিণী !

মত্ত মদে বামা,
নিত্য নৃত্যপরা,
রক্ত-আঁখি শ্যামা,
ঘোরা ভয়ঙ্করা,
লোল-রসনে বহে
লোহ-তরঙ্গিণী !

খণ্ড খণ্ড করি
আপন তনয়চয়,
মুণ্ডমালাপরা,
করে ঘেরা কটীময়,
মুখে মাভৈঃ বাণী,
ভীতি-ভূত-সঙ্গিনী !

*কানাড়া—কাওয়ালি*

*
* *

ভুলি না ভুলি না, ভুলিতে পারি না,
ভুলিবার তুমি নও হে,
মম, প্রেম-কুঞ্জে প্রসূন-পুঞ্জে
সদা রঞ্জিত রও হে !

ক্ষণ-মান-মাখা মরুময় শ্বাসে,
মলিন মাধুরী বিষাদ-আভাসে,
পরে জেগে হাসে দ্বিগুণ বিভাসে,
তুমি, আরো মনোমত হও হে !

আজি, ভঙ্গ সে মান বিরহের বাতে,
এস বুকে এস, মিশি তব সাথে,
এ জ্যোছনা-রাতে শশী হাসে মাথে,
তুমি হাসি কথা কও হে !

*ঝিঁঝিট—একতালা*

*
* *

জনমি ধরণী ছুঁয়ে
কেঁদেছিনু ব'লে কি মা,
ক্রন্দনে ভরিয়া দিলি
আমার জীবন-সীমা !

নতুবা সে সাথী-সম
সাথে কেন সদা মম !
কেন যে মা কেঁদেছিনু
বুঝেও কি বুঝিলি না !

তোমারে হারানু জানি,
কেঁদেছিনু হররাণি,
পুনঃ, আইনু তোমারি কোলে
তবু আঁখি মুছালি না !

তবে কি জীবন সারা
কেঁদেই যাইবে তারা,
তুইও কি হেথা আসি
মাখিলি মা মলিনিমা !

*সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা*

*
* *

করুণ বেদন-গানে
বিগলিত আঁখি-জল,
মরমে পশিয়া মোরে
করিয়াছে নিরমল।

জলদের জল-ধার,
ঘুচায় ঊষর-ভার,
বহু বরিষণে পুনঃ
বিতরে বিষম ফল।

তাই এ বীণায় আজি,
জাগিছে নবীন তান,
ব্যথিত বিকল চিতে
শারদ সুরভি-ঘ্রাণ;

বিগত বিলাপ-তম,
স্বাগত হে প্রিয়তম,
পরশ হৃদয়ে হাসি
হরষ-কমল-দল।

*কেদারা—যৎ*

*
* *

ওই যে দূরে মোহন সুরে
বাঁশরী বাজে—বাঁশরী বাজে !
স্বপন লাগে, সরম জাগে
মরম-মাঝে—মরম-মাঝে !

উঠিছে কূলে কূলে লহরী উছলি,
আঁটিয়া বেঁধে দে রে নিলাজ কাঁচলী,
যেন গো যেতে পথে,
টুটে না কোনো মতে,
ধরিতে চিত-চোরা রাখাল-রাজে !

দে রে দে বেণী বাঁধি চাঁচর চিকুরে,
পরায়ে ফুল-হারে কাঁকণে নূপূরে,
আকুল দুটী আঁখি,
কাজল দে লো আঁকি,
বাঁধিব বঁধুয়ারে আজি এ সাঁঝে!

সাজায়ে দে রে দে রে শ্যাম-নাগরী,
শূন্য ক'রে দে রে পূর্ণ গাগরী,
যাব যমুনা-জলে,
আনিতে বারি-ছলে,
সে চোর-পীরিতি পাশরি লাজে!

*গজল্—কাহারবা*

*
* *

এম্‌নি সাঁঝে সবার মাঝে
এম্‌নি সাজে এসো,
এম্‌নি প্রেমের পরশ দিয়ে,
এম্‌নি হাসি হেসো,—
এসো এসো—এসো এসো,
এসো গো এসো এসো

এম্‌নি সারা হৃদয়-পুরে
পূর্ণ ক'রো সুরে সুরে,
ব্যথার বোঝা দিতে দূরে
এম্‌নি ভালবেসো,—
এসো এসো—এসো এসো,
এসো গো এসো এসো।

শুধুই ঘুরি জীবন সারা,
মিছের পিছে আপন-হারা,
সেথায় তোমার পাইনা সাড়া,
কোন্‌ সুদূরে মেশো ;—

তাই করমের অবসরে
চাই তোমারে মরম'পরে,
পরম প্রীতির পুলক-ভরে
পলক তরেই ভেসো,—
এসো এসো —এসো এসো,
এসো গো এসো এসো।

*শঙ্করা—দাদ্‌রা*

*
* *

তোমারি গীতি নিত্য-মুখর
বিহগ-কূজিত ছন্দে,
তোমারি চরণ নিত্য-পূজিত
পুঞ্জ-প্রসূন-গন্ধে।

চামর চারু পল্লব-দল,
কাঁসর হ্রদ-নদী-জল-কল,
কোটী দেউটী নিদাঘ-দীপ্তি,
আরতি নিয়তি-বন্ধে

আতপ-তাপ হোম-অনুভূতি,
ধূসর-ধূলি পূত বিভূতি,
নীহার অশ্রু, পুলকাঞ্চিত
সমীর মৃদুল মন্দে,—

শবদ-পরশ-রূপ-রস-চির-গন্ধে
পরমানন্দে
বিশ্ব-নিখিল বন্দে—বিশ্ব-নিখিল বন্দে!

*খাম্বাজ—যৎ*

*
* *

কে গো আমায় টেনে সে যায়
কোন্ সুদূরের পারে,
মানে না মোর আকুল-হৃদয়
অকূল-পারাবারে !

জীর্ণ আমার তরীখানি
ঢেউয়ের বুকে নে যায় টানি,
উতল হাওয়ায় উছল বারি,
উঠ্‌ছে বারে বারে !

দুল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে হৃদয়,
আঁধার হেরে আঁখি,
অতল-তলে নেমে যেতে
আর বুঝি নাই বাকি ;—

তাই বুঝি ওই মেঘের ফাঁকে,
তোমার হাসির লহর হাঁকে,
কাণ্ডারী গো, এস নেমে
জলদ-জল-ভারে !

*পিলু-বারোয়াঁ—দাদ্‌রা*

*
* *

কোন্ জ্যোছনায় মলয় হাওয়ায়
কোন্ মাধবী রাতে,
তোমায় আমায় মধুর-মিলন
বিজন আঙ্গিনাতে !

কবে তোমার নূপূর-ধ্বনি,
উঠ্‌বে কানে অনুরণি,
ফুট্‌বে তোমার মোহন-ছবি
আমার নয়ন-পাতে

কবে বুকের বসনখানি
প'ড়্‌বে খ'সে ভূঁয়ে,
অধর আমার অধীর হবে
তোমার চরণ ছুঁয়ে ;

কবে হ'য়ে আপন-হারা,
তোমার মাঝে হ'ব সারা,
কবে হবে নিবিড় বাঁধন
তোমার আমার সাথে !

*আশাবরী—একতালা*

*
* *

পল্লী মোদের জন্মভূমি, পল্লী মোদের শরণ-ঠাঁই,
পল্লীর বাহু-বল্লীর মত এমন কোমল কিছুই নাই।

সত্য মোদের জঙ্গলে বাস, আশ্‌শেওড়া, আদাড়বাগ্‌,
কেয়োঠুঁটি, ভ্যান্না-ঢাকাই, ভাঁটের বাগান বেশীর ভাগ;
সেই বাগানেই আবার ফলে আম, জাম, বেল, নারিকেল,
আমরা খাই আর দেদার বিলাই, সহর নে যায়
অঢেল্‌-ঢেল্‌!

বাঁশের ঝাড়ের ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচানি, খাগ্‌ড়া, উলু, হাগ্‌ড়াবন,
ময়না, শিয়াল, শেঁকুল কাঁটা হেথায় বটে বিলক্ষণ;
সেই বনেতেই প'ড়লে ঝ'রে কৃষাণ-ভায়ার ঘর্ম্মজল,
ফ'ল্‌বে যা তায় সবাই বাঁচে,—তুচ্ছ তোদের মুক্তাফল!

ছিঁচ্‌কে কাদার পিচ্‌পিচুনী, হাবড়-ভরা কোমর-ভোর,
খাল, বিল, জোল, বাঁশের সাঁকো, সাল্‌তি-ডোঙার
বহর ঘোর;
তারি ধারেই অশথ-ছায়া, স্নিগ্ধ শ্যামল বিশাল মাঠ,
ঐ জলাতেই ফসল ফলায়, বসায় মশাই মাছের হাট!

সাপ্, ব্যাঙ, জোঁক্, কেন্নো, কেঁচো, গুব্‌রে পোকা,
ঘুঘ্‌রো আর,
বাদুড় উড়ে, হুতোম হাঁকে, শিয়াল ডাকে টেঁকাই ভার ;
তাহার মাঝেও আরাম আছে, নেই ত হেথায়
মোটর চাপ্,
দিন-রাত্তির ঘড়্‌ঘড়ানি, রক্ষা কর বাপ্‌রে বাপ্ !

পাতার কুঁড়েয় চেরাগ্ জ্বলে, ঝাঁপের বেড়ায় রুদ্ধ দ্বার,
কসাড় বনে অসাড় হ'য়ে ঘুমায় নিশার অন্ধকার ;—
কিন্তু যে দিন চাঁদ্‌নী রাতে বইতে থাকে সুধার বান,
তেমন শোভা মিল্‌বে কিগো খুঁজ্‌লে সারা সহরখান !

পেটের মাঝে ঘণ্টা-কাঁসর, কম্প দিয়ে বিষম জ্বর,
হাত নল-নল, গলা সরু, যৌবনেতেই জরার ভর ;—
চেষ্টা ক'ল্লে শেষটা সারে,—এ যে বাবা যক্ষ্মা রোগ,
ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও ফস্কে যায় সব মুষ্টিযোগ !

পাড়ায় পাড়ায় ঘোঁটের পাড়া, কুৎসা পরের নিত্য কাজ,
তিন ঘরেতেই তিন্‌টে সমাজ, এইত ঘটে পল্লী-মাঝ ;—
সমাজ-হারা সহর করে, স্বেচ্ছাচারের কেচ্ছা বা'র,
বাবু-সাহেব খেতাব সবার, ভদ্র ইতর চেনাই ভার !

গোবর ঘেঁটে কলসী-কাঁখে কুলের বধূ নাইতে যায়,
হাত-পা-ফাটা, শির-ওঠা সব, ময়লা কাপড়
ঘোম্‌টা তায় ;—
নয় ত তারা মোমের পুতুল, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাঁর,
শুয়ে শুয়ে নভেল প'ড়ে স্বপ্ন দেখা দেশোদ্ধার !

মোটের ওপর হ'চ্ছে কথা, পল্লী যতই খারাপ হোক্,
পল্লী-মায়ের বক্ষ চুষেই সহরবাসীর সকল রোক্ ;—
পল্লী ছেড়ে সহর বেড়ে গাও না যতই 'আমার দেশ',
হুজুগ্ নিয়েই থাক্‌তে হবে, ঘুচ্‌বে নাক দুঃখ-ক্লেশ ।

পল্লী নহে বিলাস-ভূমি, যোগ-সাধনার যোগ্য পীঠ,
সহর হ'লেও কর্ম্ম-ভূমি, দংশে সেথায় বিলাস-কীট ;
সহর ছেড়ে পল্লী-পানে চাইবে যেদিন পুত্র-বীর,
দৈন্য সেদিন ঘুচ্‌বে ওগো, মুছ্‌বে মায়ের নেত্র-নীর ।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুর
*ইমন-কল্যাণ—একতালা*

*
* *

বাণী নহে গো মুখেরি বাণী, বাণী নহে গো কথার কথা,
বাণী কহে যে মরমের বাণী, বাণী গাহে যে প্রাণের ব্যথা!

বাণী যখন ছিল না জগতে, বিশ্ব যখন ছিল গো মূক,
মরম-বেদনা গুমরি মরিত, বুকের ব্যথা না কহিত মুখ,
হয়ত কাঁদিত, হয়ত হাসিত, ব্যর্থতাময় কান্না হাসি,
দরদীর চোকে কভু না ঝরিত অশ্রু-মাখানো অমিয়রাশি!

মগন যখন ছিল গো ভুবন এমনি মোহের তন্দ্রা-ঘোরে,
একদা সহসা খুলিল দুয়ার, সে কি গো আলোক
বিশ্ব ভ'রে!
জগৎ জুড়িয়া সে কি কল-তান, ভাব-বিনিময়-মহোৎসবে
বিশ্বপতির বন্দনা-গীতি-বন্যা উছলি উঠিল ভবে!

মন্থিল যারা সে বাণী-সিন্ধু, বন্টিল যারা সবে সে সুধা,
ক্ষুধিত তৃষিত বিশ্ববাসীর নাশিল বিপুল তৃষ্ণা ক্ষুধা,
তাদেরি চরণ-চিহ্ন ধরিয়া বাহিরিল যারা তীর্থ-পথে,
তারাই এ যে গো বিতরিছে সুধা বহিয়া আপন চিত্ত-রথে !

নামের ভিখারী নহে গো তাহারা, দানের ভিখারী
শুধুই তারা,
মান নাহি চায়, কান চায় শুধু, শুনাইতে গান
আপনা-হারা ;
সাধা সুরে বাঁধা সে বীণা-যন্ত্রে সুধা-ক্ষরিত সরিবে বাণী,
শোক-তাপ-জ্বালা দূরে যাবে স'রে, তৃপ্ত হইবে
তাপিত প্রাণী।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুর

*ইমন-কল্যাণ—একতালা*

*
* *

বরষে বরষে এমনি করিয়া হরষে পূর্ণ করিতে প্রাণ,
এসো মা দুর্গে দুর্গতিহরা দুর্গতি হ'তে ক'রো মা ত্রাণ।

দক্ষিণে গণপতি ও লক্ষ্মী সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য-ভার,
এসো নিয়ে এসো বামে বীণাপাণি কার্ত্তিক জ্ঞান বীর্য্য আর;
সিংহ-বাহিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী ল'য়ে মূরতিখান,
আবার শরতে এসো মা মরতে, মরুতে বহাতে অমৃত-বান।

সারা বাঙ্‌লার বক্ষ চিরিয়া অশ্রু-দরিয়া বহিয়া যায়,
তবু তুমি এলে শোক-জ্বালা ভুলে লুটাই জননি ও রাঙ্গাপায় ;
আনন্দময়ি ! তব আগমনে উছলিয়া উঠে হাসি ও গান,
জীবন-যমুনা উজান বহে গো এমনি মধুর বাঁশরী-তান !

তব আগমন-বার্ত্তা বহিয়া অভ্র সাজায় শুভ্র রথ,
নদী কূলে কূলে ফুলে ফুলে দুলে উল্লাস উদ্ভ্রান্তবৎ ;
কৈলাস হ'তে পাঠাও মা তুমি উৎসব তরে অমিয়-যান,
নির্জীব উঠে জাগিয়া আবার করি ক্ষুধাহরা সে সুধা পান।

বাঙ্‌লার আর সকলি গিয়াছে, বাঙালীর আর কিছুই নাই,
এখনো মা তুমি,—তুমি আছ শুধু জুড়াবার মত যা-কিছু ঠাঁই ;
তারাই তোমার মূরতি গড়িয়া প্রথমে ক'রেছে অর্ঘ্য দান,
তব পদে পড়ি কামনা ক'রেছে জ্ঞান যশ আর অর্থ মান।

যতদিন রবে বাঙালী হিন্দু, ও মূরতি কভু হ'বে না লয়,—
হ'বে যে জননি, তোমারি প্রসাদে আবার এ জাতি শক্তিময় !
তাই—তাই মাগো শক্তিরূপিণি, এই বেশে চাহি অধিষ্ঠান,
এমনি আসিও, দিও মা গাহিতে জয়-মা-জগজ্জননি-গান।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুর

*ইমন-কল্যাণ—একতালা*

*
* *

হে মম জননি ধন্যা,
মরতে স্বরগ-সম গণ্যা !
বিশ্বের সুষমা-সম্পদ-ভূষণা,
বিধাতৃ-মানস-কন্যা !

ত্রিংশতি-কোটি-জন-জননী,
যুগ-যুগাতীত-প্রবীণা,
পীবর-পয়োধর-সুস্মের-আননী,
শাশ্বতী-সুন্দরী-নবীনা ;—
তব বীণা
ওঁকার-ঝঙ্কারে উথলিল সাম-গীতি-বন্যা !

জাগ মা জাগ মা, খোল আঁখি-পাতা,
একযোগে ডাকিছে ভগিনি-ভ্রাতা,
সন্তান-সন্তাপ দূর তরে
জাগ মা—নিদ্রিতা মাতা গো !

গঙ্গা-যমুনা-মণি-হারা,
মুকুটিতা হেমকূট-চূড়ে,
সাগর-মেখলা, শ্যামল-দুকুলা,
ফুল-কুল-অঞ্চল উড়ে ;—

ষড়ঋতু নিরত অঙ্গরাগ তরে,—কূজন-গুঞ্জন-মধুরা,
দিগ্‌বধূরা
ঢালে, উদারা-মুদারা-তারা-ঝারা !

জাগ মা জাগ মা, খোল আঁখি-পাতা,
একযোগে ডাকিছে ভগিনি-ভ্রাতা,
সন্তান-সন্তাপ দূর তরে
জাগ মা—নিদ্রিতা মাতা গো !

সন্তান সব তব বক্ষে
তৎপর কলহে দ্বন্দ্বে,
হলাহল ভক্ষে ছুটি সুধা-লক্ষ্যে,
রক্ষ মা অজ্ঞান অন্ধে ;
তমোময়ী নিদ্রা পরিহর জননি,
কর কর বণ্টন স্তন্য,
গতি নাহি অন্য—
ওগো, বিরাজ লইয়া নিজ কক্ষে ;—
ভঞ্জন কর দুখ, রঞ্জন কর গো
অঞ্জন দানি সব চক্ষে ।

জাগ মা জাগ মা, খোল আঁখি-পাতা,
একযোগে ডাকিছে ভগিনি-ভ্রাতা,
সন্তান-সন্তাপ দূর তরে
জাগ মা—নিদ্রিতা মাতা গো !

*ইমন-কল্যাণ-বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি*

*
* *

স্বাগত বাণী-সন্তানগণ, স্বাগত বাণী-বন্দনে,
পূজিতে মায়ের রাতুল চরণ ভকতি-কুসুম-চন্দনে।

ধৌত ক'রেছি মন্দির আজি, সাজায়ে রেখেছি ডালা,
আসিবে বলিয়া কত না হরষে রচিয়া রেখেছি মালা ;
তোমরা আসিয়া পূজিবে মায়েরে প্রণব-মধুর-মন্ত্রে,
ধ্বনিয়া উঠিবে মায়ের আশিস্ মধুময় বীণা-যন্ত্রে।

সার্থক যদি মানব-জনম, তোমাদেরি তাহা ধন্য,
থাকুক শতেক দৈন্য ঘেরিয়া, বিঘ্ন শতেক অন্য ;
তোমাদেরি পূত লেখনী-দণ্ডে শাসিত চালিত বিশ্ব,
শত সম্রাট্ যাদের অধীন, কে বলে তাদের নিঃস্ব !

নদী-কল-তানে, বিহগ-কূজনে সঙ্গীত ঝরে নিত্য,
সমীর নিয়ত ব্যজন-নিরত চির-অনুগত ভৃত্য ;
শ্যাম মকমলে শয্যা রচিত, চন্দ্রাতপ শূন্য,
কার এত বল বিরাট্ রাজ্য, কার এত বল পুণ্য !

তোমাদেরি করে প্রকৃতি-চিত্র, এত যে মোহন সজ্জা,
মর্ত্ত্য যে এত মধুর হইল, অমরারে দিল লজ্জা ;
কুৎসিৎ হ'ল সুন্দর আর মহৎ হইল ক্ষুদ্র,
ভ্রূকুটির মাঝে হাস্য ফুটিল, শান্ত হইল রুদ্র ।

বাল্মিকী নাহি জনম লভিলে কে চিনিত রামচন্দ্রে,
ব্যাস না আসিলে কে ঘোষিত মহাভারতের ভেরী-মন্দ্রে
কোথায় রহিত কুরু-পাণ্ডব, কে চিনিত শ্রীগোবিন্দে,
'কৃপা কর' ব'লে কাতরে কাঁদিত কেমনে ভকতবৃন্দে ?

এ ত নহে শুধু হিন্দুর কথা,—শ্রীরাম, বুদ্ধ, কৃষ্ণ,
হজরত, আলি, হাসান-হোসেন, জন্ ব্যাপ্টিষ্ট্, খৃষ্ট,
সকলের বাণী-বাহক তোমরা, যতেক মন্ত্রদ্রষ্টা,
তোমরা ত যত অতি-মানবের লীলা-ইতিহাস-স্রষ্টা !

লোক-শিক্ষক-পাবন-জন্ম প্রচারিতে যুগ-ধর্ম্ম,
তোমরা তাঁদের কীর্ত্তি রাখিলে, লিখিলে করম-মর্ম্ম ;
জাহ্নবী-সম জীবন-ধারায় তুলিয়া ভাব-তরঙ্গ,
যুগে যুগে শত পাতকী তারিয়া করিছ নিত্য রঙ্গ !

অমর করিয়া অমর হ'য়েছ, অমর পথের যাত্রী,
দিবস-রাত্রি শিক্ষা দিতেছ বসুধারে করি ছাত্রী ;
বাণীর করুণা লভিয়া ফুটালে মূকের মুখেতে বাণী,
তোমাদের সেবা সকলের সেরা, ভাগ্য বলিয়া মানি

হিন্দু শুধুই হিন্দুরে ডাকে ! তাহা নয়, ইহা তা-না,
ভারত-মাতা কি খৃষ্টানের বা মুসলমানের মা-না !
ভারত-ভূমির বক্ষ চুমিয়া যে পিয়ে মায়ের স্তন্য,
বহু-ভাষা-ভাষী হ'লেও সকলে সোদর অধিক গণ্য ।

তোমরা করিবে অর্চ্চনা তাই রেখেছি আসন পাতি,
তোমরা করিবে মায়ের আরতি, আমরা জ্বেলেছি বাতি;
তোমরা বাঁটিবে পূজা-পরসাদ, আমরা লইব হস্তে,
মিলিত কণ্ঠে গাহি ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে!

বাণীর সাধনা, বাণী-আরাধনা, যাহার যেমন ধর্ম্ম,
সেই মতে সবে সাধিবে কর্ম্ম, আমরা লইব মর্ম্ম;
সার্ব্বজনীন বন্দনে নাই পৌত্তলিকের ভ্রান্তি,
মানসোপচার অর্চ্চনে মার পরসাদ প্রেম-শান্তি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুর

*ইমন-কল্যাণ—একতালা*

*
* *

হে প্রেমময় চির-কিশোর !
আর কতদিন রহিবে আড়ালে,
বহিবে নিঝর-নয়ন-লোর !

আজি এ তরুণ চিত-নিকুঞ্জে,
ফুটে কত ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
নাহি সেথা শুধু তোমারি বিহার,
তব লীলা-রসে রজনী ভোর।
কবে আসি ওগো বসিবে সেথায়,
হে প্রেমময় চির-কিশোর !

কত দূরে আছ কেমনে পাশরি,
লুকায়েছ কোথা মোহন-বাঁশরী,
কবে হবে তব প্রেম-তরঙ্গে
তরুণ-সঙ্ঘ চির-বিভোর !
নিখিল বিশ্ব হবে তোমাময়,
হে প্রেমময় চির-কিশোর !

বলিয়া গিয়াছ, হইবে যখনি
ধর্ম্মের গ্লানি, আসিবে তখনি,
ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার লাগি
বান্ধিয়া দিতে প্রেমের ডোর ;—
এখনো কি তার হয়নি সময়
হে প্রেমময় চির-কিশোর !

কি জানি কেন যে মন যেন বলে,—
তুমি দেখা দিবে তরুণের দলে,
শত গাণ্ডীবী ফুটিয়া উঠিবে,
কাটিবে মোহের ঝটিকা ঘোর ;—
তুমি পুনঃ আসি চালাইবে রথ
হে প্রেমময় চির-কিশোর !

তবে এস ত্বরা তরুণের মাঝে,
তব চির-প্রিয় তরুণের সাজে,
নবীনে প্রবীণে করি একাকার
খেল খেলা সারা-চিত্ত-চোর !
হে সুন্দর—পরমানন্দ,
হে প্রেমময় চির-কিশোর !

*কীর্ত্তনের সুর—দাদ্‌রা*

*
* *

গানের পালা শেষ হ'ল আজ,
শেষ হ'ল মোর সুর,
জানি নাক তোমায় আমায়
মিলন কত দূর !

হয়ত এ মোর সুরের ডাকে,
কোথায় কত কসুর থাকে,
তাল-বেতালে মাতাল আমার
তাল হয়ে যায় চূর !

কিন্তু জানি, হে নটরাজ,
তোমার নাচের মাঝে,
তাল-বেতালা সুর-বেসুরা
মধুর হ'য়েই বাজে ;—

তবেই হ'ল তোমায় পাওয়া,
সফল আমার সকল চাওয়া,
সার্থক মোর এ গান গাওয়া,
আনন্দ ভরপূর !

*বেহাগ—দাদ্‌রা*

ওঁ তৎ সৎ

## অন্যান্য গ্রন্থ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | মমতার ফাঁসি | ( উপন্যাস ) | ১৲ |
| ২। | আশমানতারা | ( ঐ ) | ২।০ |
| ৩। | আরত্রিক | ( কাব্য ) | ১৲ |

## পত্রিকার অভিমত

# আরত্রিক

**নায়ক** :—কবিতাগুলি ভাব, ভাষা, ছন্দ ও পদ-লালিত্যে অতি সুমধুর হইয়াছে। এরূপ মহাপুরুষের জীবনীপূর্ণ কবিতার বই সর্ব্বত্র সমাদৃত হওয়া উচিত। ৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৮

**বঙ্গবাণী** :—মহাপুরুষের জীবনীর এক একটা দিক লইয়া কাব্যে গ্রথিত করিয়া, কবি দেবী ভারতীর আরতি করিয়াছেন। লেখক কবিতাগুলির মধ্য দিয়া, যে আদর্শ ও ভাববাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া তাহার অভিব্যক্তি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১ ভাদ্র, ১৩৩৮

**দুন্দুভি** :—ছন্দের লালিত্যে, ভাষা ও ভাব-মাধুর্য্যে এক একটী কবিতা সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ! বর্ত্তমান যুগ-প্রবর্ত্তনের দিনে কবিতাগুলি সকল দিকেই মানানসই হইয়াছে। ১৯ ভাদ্র, ১৩৩৮

**Liberty** :—The verses are quite readable and pleasing. They have a quite comeliness and show admirable control of rhythm. It must be set down here to the credit of the poet that almost all the poems must possess considerable directness of narration and what is termed the dramatic quality. Sept 6, 1931.

**Amrita Bazar Patrica** :—This is an well-get-up book consisting of several poems in praise of our saints and great men in up-to-date style, such as, Budha, Ramanuja, Tulsidas, Lala Babu, Vivekananda, Deshabandhu, Surendranath, Jatindranath and others. Though the author is a new-comer to the field of literature, his style and composition is promising. Some of the poems are full of Vaishnavism. It was with great interest that we read the book from beginning to end and it rendered us great joy in learning the life and characteristics of our great saints and patriots in a novel way of expression. The language of the book is very lucid and students will be much benefited to go through it. We expectantly wait for the next productions of the author and thank him for his devotions for our great saints instead of love-tragedy which is a common disease with our young poets. Sept 6, 1931.

**Advance** :—The author has already made a name by production of his two novels "Mamatar-phansi" and "Ashmantara." The book is one of poems and is divided into two parts. The 1st. part called "Leela" deals with the particular aspects of the lives of some great sages, while the 2nd. part named "Prashasti" contains praises sung in memory of some departed great souls. The

poems are exquisitely beautiful and perfect in metrical composition. They are rich in pathos, sublime sentiments and graphic descriptions revealing the master-hand of a first rate poet. The get-up is very pleasing. Sept 13, 1931.

**দৈনিক বসুমতী** :—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের একাধিক যুগ-পুরুষের চরিত্র-মহিমা কীর্ত্তনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—যতীন্দ্রনাথের রচনাও সেই মহান্ আদর্শের গাম্ভীর্য্য, মহত্ব ও পবিত্রতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, সাবলীল স্বচ্ছন্দগতিতে চলিয়াছে। এই রস-রচনা উপভোগ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক তৃপ্তি পাইবেন। ২৪ আশ্বিন, ১৩৩৮

# আশমানতারা

**আত্মশক্তি** :—এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় গ্রন্থকার উপন্যাসের মধ্য দিয়া হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধান করিবার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানির লেখার ভঙ্গী ভাল—উহা পাঠে পাঠকবর্গ আনন্দলাভ করিবেন। ৩০ আষাঢ়, ১৩৩৪

**Forward :**—This is another production from the pen of the author of "Mamatar Phansi." The present book gives us an interesting story of Raja Jadunarayan's conversion to Islam,

written in an elegant language and without distorting the facts of history. The characters portrayed in it give ample evidence of the talents of this rising author. A spirit of good will for both the Hindus and Mahomedans runs throughout the book making its appearance all the more welcome at the present moment. July 17, 1927.

**বঙ্গবাণী** :—তিনশো সাতাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বৃহৎ উপন্যাসখানি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসে রাজা গণেশের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও মালিন্যের ভাব কাটিয়া গিয়া সমস্ত দেশব্যাপী যাহাতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে একটা সাম্যের ভাব জাগিয়া উঠে, তাহার জন্য রাজা গণেশের চেষ্টা চিরস্মরণীয়। তৎপুত্র যদুনারায়ণও পিতার অবর্ত্তমানে পিতৃপদাঙ্ক যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া লেখক তাঁহার সুন্দর লিখন-ভঙ্গীর দ্বারা ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও চরিত্র-চিত্রণে পুস্তকখানিকে মনোরম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্ন্যুৎপাত দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া হিন্দু ও মুসলমান দুইটী জাতিকে যেরূপভাবে বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। এই সমস্যা পূরণের জন্যই গ্রন্থকার সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তকের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হইয়াছে। নবাবনন্দিনী আশমানতারার চরিত্রটি বেশ সুসঙ্গত ও সাম্যের সহায়ক। পিতা সাহাজাদা আজিমকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা পূরণের জন্য সে যখন বলিল,—"মনে কর বাবা, তোমার দুটী মেয়ে, একটী

আমি, আর একটী তুমি ইরাণের মরু-প্রান্তর থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ ক'রেছ। এখন এই যে তোমার দুটী মেয়ে, এর কোন্‌টীকে তুমি বেশী ভালবাস্‌বে—আমাকে না তাকে?" পিতা উত্তর দিলেন যে, আশমানকে তিনি বেশী ভালবাসিবেন। কন্যা রাগ করিয়া বলিল,—"আমি যে তোমার কাছে স্নেহের দাবি ক'ত্তে পারি, আর সে যে স্নেহের ভিখারী বাবা! যে দাবী করে,—সে জোর ক'রে আদায় ক'রে নিতে পারে; আর যে চায়,—সে না পেলে ব্যথা পেয়ে ফিরে যায়। মানুষের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার অধিকার ত মানুষের নেই!"

গ্রন্থারম্ভেই এই যে মিলনের সূচনা, গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত আশ-মানের চরিত্রে এ ভাব আমরা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান দেখিতে পাই। যদুনারায়ণ স্বদেশ-ভক্ত প্রতিভাবান্ সাম্যের পরিপোষক। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জাতি-বিদ্বেষের সমাধান, হিন্দু-মুসলমানের একপ্রাণতা-সাধন,—হিন্দু-মুসলমানের মিলন। ত্রিপুরা দেবীর চরিত্রটী তেজোমণ্ডিত—আদর্শ হিন্দু-ললনার সব্বগুণে অভিব্যক্ত; একদিকে মাতৃস্নেহে ভরপুর, অপর দিকে কর্ত্তব্যে অটল অচল। চিত্রটী খুব চমৎকার। শ্রাবণ, ১৩৩৪

**ভারতবর্ষ** :—উপন্যাসখানি প্রাচীন গৌড়েতিহাসের একাংশ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—জাতীয় উত্থানের প্রধান অন্তরায় হিন্দু-মুসলমান-অনৈক্য—তাহারই সমস্যা-সমাধানসূচক কোনও দৃষ্টান্ত দাখিল করা। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, নবীন লেখক যে মহদ্দৃষ্টান্ত দাখিল করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সুফল প্রসূত হইবে। হিন্দু-মুসলমানের এই যে অন্তর্বিরোধ দেশ মধ্যে আজকাল সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে,—ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে উহাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতির স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা পরস্পরের বন্ধনের প্রচেষ্টা থাকা চাই। যদুনারায়ণ (জালালুদ্দিন) বাঙ্গালার মশনদে বসিয়া কি ভাবে সাধু

উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্য মধ্যে এই দুই পরাক্রান্ত জাতিকে শান্তিতে রাখিতে পারিয়াছিলেন—তাহার যথেষ্ট উপকরণ এই গ্রন্থে আমাদের নবীন গ্রন্থকার সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি যে সকল চিত্র দ্বারা তাঁহার আখ্যান বস্তুটীকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। তাঁহার যদুনারায়ণ, আশমানতারা ও কাসেমের চরিত্র সৌন্দর্য্য ও নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের লেখার ভঙ্গী ও ভাষার উপর অধিকার প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, আজকালকার এই অশান্ত বঙ্গে এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে। ভাদ্র, ১৩৩৪

**প্রবাসী**:—একটী বিশেষ মহদুদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থকার এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, যে সমস্যা আজ বাঙ্‌লার তথা ভারতবর্ষের বৃহত্তম সমস্যা, তাহারই সমাধানের চেষ্টা এই গ্রন্থে আছে। রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ বা জালালুদ্দিনের আমল লইয়া উপন্যাসখানি লিখিত। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা সমস্যার আলোচনায় বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার জন্য একটা আগ্রহ থাকিয়া যায়। গ্রন্থকারের ভাষার উপর দখল আছে। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

**Basumati** :—In days when the tension between the Hindus and the Mahomedans runs rampant, the book has made its appearance. The author with his master-hand has tried his best to bring about the reconciliation and much credit may be given to him for his attempt.

As a wife, Asmantara's devotion to her husband was exemplary all through ; as a follower of policy of conciliation, she strictly followed the principle of neutrality, creating no difference between the Hindus and the Mahomedans.

Jadunarayan was the hero and the staunch follower of the policy of conciliation too. He inherited this spirit through his father Raja Gonesh and maintained it even up-to the last moment of his life. In the Darbar, held by Raja Gonesh, with a view to determining the course to be taken in the internal struggle between Naserit and Azim Shah, over the supremacy of the kingdom of Gour, we find Jadunarayan supporting the cause of the weak contrary to the will and principle of the Hindus ; he in his forceful speech said "The Mahomedans are not to be ignored. They have come to our land not with the object of quitting it, but to settle down here permanently and being known and turned as the sons of this soil too. To bear a spirit of vindictiveness towards them will be courting of meanness and dissensions. But on the contrary, the more you draw them nearer, the more they come nearer to your heart."

As a son, he was dutiful to his parents and even when after his conversion into Mahomedanism, his mother Rani Tripura led an ex-

pedition against him, he and his wife Asman retired into the fort under the control of Kasem, his rival, making necessary arrangements for the reception of his mother. As a husband, he seems to have done some injustice to his Hindu wife Nabakishory, by accepting Asmantara at the cost of his own caste and religion. But the noble cause which actuated him to do so was too high in estimation of his leaving his first wife. His love for Nabakishory ran through his heart till the last breath of his life. As a king, he looked to the interest of the Hindus and Mahomedans alike and never deviated from the policy for the sake of which he embraced Mahomedanism. October 3, 1927.

# মমতার ফাঁসি

**দৈনিক বসুমতী** :—গ্রন্থকার এই পুস্তকে বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিধবা মিত্র-গৃহিণী বাঙ্গালী পরিবারের আদর্শ নারী-চরিত্র; তাঁহার আত্মবিসর্জ্জনের চিত্র যেমন এ দেশে দুর্লভ নহে, তেমনই দত্তগৃহিণীর নারকীয় ভাবও আমাদের সমাজে সুলভ। কালীধন ও সুপ্রভার চিত্রও খুবই স্বাভাবিক। লেখক যে পরে উপন্যাস-জগতে বিশেষ যশোলাভ করিবেন, তাহা তাঁহার এই প্রথম উদ্যম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। আজকাল অধিকাংশ উপন্যাসে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, এই পুস্তকে তাহা নাই।

**বঙ্গবাণী** :—নবীন লেখকের এই নূতন উদ্যম সবিশেষ আশাপ্রদ। লেখকের ভাষার পারিপাট্য ও বর্ণনা-শক্তি প্রশংসনীয়।

**আত্মশক্তি** :—দেবীরূপিণী অন্নপূর্ণার পাশে কুটীলা দত্তগৃহিণীর Contrastটী বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের স্বপ্রভার চরিত্রটী বেশ লাগিয়াছে। কালীধনও রক্তমাংসে গড়া সত্যকার মানুষ—নেহাত কাঠের পুতুল নয়। গ্রন্থকারের ভাষার বাঁধুনী আছে—আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

**The Servant :**—The characters depicted in this book are all living. The story is interesting and narrated in a nice style and diction abounding in pathos and humours. The book heralds the day when the author will soon distinguish himself in the field of literature